৫৪ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৪ বর্ষ, ২৬ সংখ্যা,১২ বৈশাখ – ১৮ বৈশাখ, ১৪২৭ ঃ ২৫ এপ্রিল – ০১ মে, ২০২০

Kolkata : 54 year : Vol No.: 54, Issue No. 26, 25 April - 01 May, 2020 ৪ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দেখুন আর সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউ টিউব চ্যানেল
AB ALIPUR BARTA

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার: ও আইসিএমআর–এর বিধি মেনে এ রাজ্যে নমুনা পরীক্ষা

হচ্ছে না। এই অভিযোগে মামলা হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে। প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দিল অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে হবে হু এবং আইসিএমআরের নির্দেশ।

রবিবার : করোনার জেরে আর্থিক মন্দার সুযোগ নিতে চিন ইতিমধ্যেই কিনে নিয়েছে এক ভারতীয় ব্যাঙ্কের পড়ে যাওয়া শেয়ার। এই সুযোগে কেউ যাতে

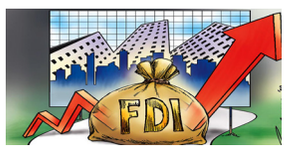

দেশিয় সংস্থা অধিগ্রহণ করতে না পারে তার জন্য এফডিআই নীতি বদল করল ভারত। এবার থেকে ভারতীয় সংস্থায় লগ্নি করতে সরকারের অনুমতি লাগবে।

সোমবার : লকডাউনের জেরে অনলাইনে অত্যাবশকীয় পণ্য ছাড়া কিছুই কেনা যাচ্ছিল না। পরে ছাড় দিয়ে জানানো হয়েছিল সব কিছুই

কেনা যাবে অনলাইনে। কিন্তু সেই ছাড় প্রত্যাহার করে নেওয়া হল কেন্দ্রের তরফে।

মঙ্গলবার : কেন্দ্রের পাঠানো বেশ কয়েকটি চিঠি বলে দিচ্ছিল যে

এ রাজ্যে লকডাউন ঠিকভাবে মানা হচ্ছে না। খাদ্য বন্টন নিয়েও নানা অভিযোগ উঠেছে। এবার সব কিছু খতিয়ে দেখতে রাজ্যে এল কেন্দ্রীয় দল। ক্ষুব্ধ মমতা চিঠি দিলেন প্রধানমন্ত্রীকে।

বুধবার : আইসিএমআর–এর পাঠানো চিনা কিটে ত্রুটি ধরা পড়েছে। রাজ্য সরকারের

এই অভিযোগ মেনে নিয়ে সব কিট প্রত্যাহার করে আপাতত চিনা কিটে পরীক্ষা বন্ধ করে দিল আইসিএমআর।

বৃহস্পতিবার : ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষা দিতে আইনে কড়া দাওয়াই যোগ করতে জারি হল অধ্যাদেশ। করোনা মোকাবিলায়

সামনের সারিতে থাকা ব্যক্তিদের লাঞ্ছনার বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে ইতিমধ্যে। এবার থেকে সাত বছর জেল ও পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।

শুক্রবার :পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে শুরু হল নজীরবিহীন পত্রযুদ্ধ। রাজ্যপালের

চিঠির ভাষা নিয়ে আপত্তি তুলে পাল্টা চিঠি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যপাল পাল্টা টুইটে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি ভুল তথ্যে ভরা।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

রাজ্য ছাড়া শ্রমিকের আর্তনাদ ফুটিয়ে তুলেছে বাংলার শিল্পের বেহাল অবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৯৭৭ সালের পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার আগে উর্দ্ধবাহু উর্দ্ধমুখে একজনের হাতে কাস্তে আর মুখোমুখি একই ভঙ্গিমার আর একজনের হাতে হাতুড়ি– এই যুগল মূর্তি বামপন্থী বিশেষ করে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট বক্তৃতার আগুন ঝরানো মঞ্চে উদ্দীপনার প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হতো। ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতা থেকে বামফ্রন্ট যখন বিদায় নিল তখন কাস্তে আর হাতুড়ি অস্তিত্ব বাঁচানোর তাগিদে মুখোমুখি লড়াই করছে। কারণ মাঝখানের ৩৪ বছরে বাংলার কৃষি তার জৌলুস হারিয়েছে। কৃষকরা জমির দালালদের হাত থেকে জমি বাঁচাতে পথে নেমেছে। আর মিটিং, মিছিল, ধর্মঘট, আন্দোলনের ফলে বাংলার একের পর এক শিল্প বন্ধ হয়েছে। শ্রমিকরা পেটের তাগিদে বাঁচবার আশায় অন্য রাজ্যে পালিয়ে গিয়েছে।

২০১১ সালে বাংলার বুকে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে থাকা বামফ্রন্ট শাসন সরিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল সরকার যখন একঝলক খোলা হাওয়া নিয়ে এল তখন মানুষ ভেবেছিল এবার বন্ধ কলকারখানাগুলো হয়তো প্রাণ ফিরে পাবে। অন্তত বাম সরকারের কোন ষড়যন্ত্রে নামকরা শিল্প এ রাজ্য থেকে তাদের পুঁজি সরিয়ে নিয়েছে তার তদন্ত হবে। সরকার বদলে ফের হয়ত

তারা ফিরে আসবে। কিন্তু গত নয় বছরে তার বিন্দুমাত্র প্রতিফলন ঘটে নি। ভিন রাজ্যে পাড়ি দেওয়া কোনও শ্রমিকই এ রাজ্যে ফেরার সাহস পায় নি। বরং পূর্বসূরীদের পথ ধরে বাংলার আরও ছেলেপুলে এই রাজ্য ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে।

অবশ্য এই বাস্তব পরিস্থিতি স্বীকার করার সৎসাহস যে বামফন্ট্র ও তৃণমূল কেউই দেখাতে পারবে না তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বাংলায় শিল্প প্রসঙ্গে উঠলেই সর্বহারা বাম নেতারা বলে থাকেন তাদের রেকর্ডধারী মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর বিদেশ সফরের কথা। বার কতক শিল্প সফরে তিনি কতই না শিল্প এনেছেন। রাজ্যে নাকি তারা মুক্ত শিল্পাঞ্চল গড়েছেন, আইটি হাব গড়েছেন। তৃণমূল সরকারও গত নয় বছরে বেশ কয়েকটা শিল্প সফরের উদাহরণ তৈরি করেছে। কিন্তু আসলে কতগুলি শিল্পের বাংলায় স্থায়ী পত্তন হয়েছে, কত কর্মসংস্থান হয়েছে বা কত টাকার পুঁজি এ রাজ্যে বিস্তার লাভ করেছে তার সাদামাঠা হিসাব দিতে সকলেই নারাজ।

বাংলার শিল্প পরিসংখ্যান নিয়ে যতই লুকোছাপা চলুক না কেন বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তুলেছে করোনা বা কোভিড–১৯ ভাইরাস। দেখিয়ে দিয়েছে এ রাজ্যের কত শ্রমিক পেটের তাগিদে অন্য রাজ্যে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন। কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী অভিযোগ করেছেন রাজ্য সরকারের ভিন রাজ্যে পাড়ি দেওয়া বাংলার শ্রমিকের কোনও পরিসংখ্যান নেই যা এই বিপদের দিনে কাজে লাগতে পারে। রাজ্য প্রশাসনের হিসাব অনুযায়ী প্রায় ২ লক্ষ শ্রমিক অন্য রাজ্যে কাজ করেন। কিন্তু এই তথ্য যে নেহাতই হাস্যকর তা দেখিয়ে দিয়েছে করোনা। বাস্তব বলছে এই সংখ্যা সরকারি তথ্যের চেয়ে অনেকগুণ বেশি।বর্তমান পরিস্থিতি বামফ্রন্ট বা তৃণমূল দুই সরকারের শিল্প নিয়ে বাহবা কুড়োনোর পথ বন্ধ করে দিয়েছে। বুঝিয়ে দিয়েছে শিল্প আনার নানা সরকারী প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। শিল্পপতিরা হাততালি দিয়ে খেয়ে দেয়ে চলে গিয়েছেন। বাংলার দিকে ফিরেও তাকাননি। কেন? সেই মূল্যায়ণ পরের সংখ্যায়।

সংক্রমণের ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও, প্রশাসন উদাসীন

কুনাল মালিক : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ২৯টি ব্লকের মধ্যে বেশ কয়েকটি ব্লক ও পুরসভা এলাকায় করোনা ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি প্রবণ এলাকা চিহ্নিত করেছে জেলা প্রশাসন। এই ঝুঁকি প্রবণ এলাকার মানচিত্রে হলুদ ও লাল জোন করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই মহেশতলা ও ডায়মন্ড হারবার এলাকায় করোনা ভাইরাস সংক্রমিত হয়েছে। মহেশতলায় একজন মারাও গেছেন। চট্টা ও রবীন্দ্রনগর এলাকায় বেশ কয়েকজন আক্রান্ত। যদিও জেলা প্রশাসন সরকারী ভারে জেলার করোনা আক্রান্তের কোনো পরিসংখ্যান দিচ্ছে না।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল মহেশতলা এলাকায় করোনা ভাইরাসের এত দাপট সত্ত্বেও, লক ডাউনের আইন কানুন সেভাবে মানছেন না নাগরিকরা। ওই চট্টা–মেটিয়াবুরুজ এলাকায় প্রতিবেশি বজবজ, রবীন্দ্রনগর–নোদাখালী–বিষ্ণুপুর এলাকার প্রচুর মানুষ দর্জির কাজের অর্ডার আনতে যান। তাই এই সমস্ত এলাকায় করোনা ভাইরাস আক্রান্তের সম্ভবনা আছে। কিন্তু প্রতিদিনই এইসব এলাকায় সকাল–বিকাল বাজার বসছে। রেশন ও ব্যাঙ্কের সামনে মানুষ ভিড় করছেন। মিষ্টির দোকানে ভিড় হচ্ছে। জিনজিরা বাজারে পাইকারী সবজি মার্কেটে প্রতিদিনই মেলার মতো পরিস্থিতি।

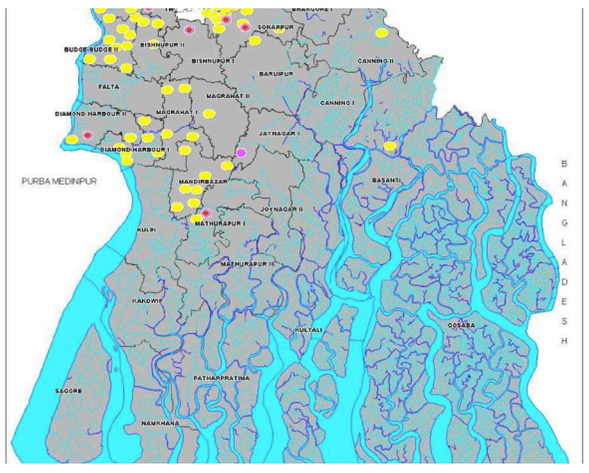

স্বাস্থ্য দফতরের এক আধিকারিক জানালেন, এখানে ঝুঁকি প্রবণ এলাকা থাকা সত্ত্বেও প্রশাসন কেন কড়া সোসাল দূরত্ব– স্যানিটাইজার মাস্কের শর্ত মানা হচ্ছে না অনেক ক্ষেত্রেই। পুলিশ প্রশাসনও কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে না। অনেক সচেতন মানুষ এই পরিস্থিতিতে আতঙ্কিত। অনেকের মনেই প্রশ্ন– এ কেমন লকডাউন? একদল মানুষ নিয়মকানুন মেনে চলবে আর একদল যথেচ্ছচার করে যাবেন? করোনা ভাইরাস যখন দিন দিন ছড়িয়ে পড়ছে, তখনও জেলা প্রশাসন এত উদার–নির্বিকার কেন? পদক্ষেপ নিচ্ছে না, বুঝতে পারছি না। প্রসঙ্গত সম্প্রতি চড়িয়াল ও বজবজ বাজার দুদিন বন্ধ রেখে বাজার স্যানিটাইজেশন করা হয়। অনেকেই চাইছেন ঝুঁকি প্রবণ এলাকাতেও, দুদিন করে সমস্ত বাজার বন্ধ রেখে স্যানিটাইজেশন করা হোক। মোড়ে মোড়ে মাইকে সচেতনমূলক প্রচার চললেও অধিকাংশ মানুষ সেই সচেতনতার বার্তাকে পাত্তাই দিচ্ছেন না।

ঝড়ের দাপটে উড়ে গেছে চাল,বন্ধ রাস্তা–গৃহহীন মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার : একদিকে নোবেল করোনা সংক্রমণের কারণে গৃহবন্দী সাধারণ মানুষ। অন্যদিকে কালবৈশাখী ঝড়ের কারনে গৃহহীন হয়ে পড়ল দিনহাটা 2 নম্বর ব্লকের বহু পরিবার। আজ দুপুরে হঠাৎ করেই কালো মেঘে ছেয়ে যায় গোটা কোচবিহার। গোটা জেলা

জুড়ে ঝড় বৃষ্টি হলেও দিনহাটা 2 নম্বর ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকায় কালবৈশাখী ঝড়ের দাপট ছিল সব থেকে বেশি। ঝড়ের দাপটে উড়ে যায় বহু মানুষের ঘরবাড়ি। ভেঙ্গে যায় গাছপালা। গাছ পড়ে বহু রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগে গাছকেটে রাস্তা পরিষ্কার করা হয়। কিন্তু যে সমস্ত পরিবারের আশ্রয়টুকু ভেঙে গিয়েছে তারা বর্তমানে গৃহহীন হয়ে পড়েছে। বর্তমানে প্রশাসনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে তারা সামান্য সহযোগিতার জন্য। তবে স্থানীয়দের অভিযোগ সন্ধ্যা গড়িয়ে গেলেও এখনো পর্যন্ত প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো সহযোগিতা পায়নি। তাই তারা রাত কি করে কাটাবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তার মধ্যে রয়েছে।

গৃহসহায়িকাদের দাবিপত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : সারা বিশ্ব নোভেল করোনা ভাইরাসে (কোভিট–১৯) আতঙ্কিত। আমাদের দেশে গত ২৫ মার্চ থেকে লকডাউন জারি রয়েছে। ফলস্বরূপ সমস্তরকম গণ পরিবহন ব্যবস্থা বন্ধ। এদিকে গৃহসহায়িকার কাজে নিযুক্ত যারা বাসে ট্রেনে করে এসে কাজে যোগ দেন, যানবাহন স্তব্ধ থাকায় তারা আর আসতে পারছেন না। আবার যারা কর্মস্থলের নিকটে থাকেন তাদেরও বেশির ভাগকে কাজে যোগ দিতে গৃহকর্তারাই বারণ করেছেন। আবাসনগুলিও তাঁদের এই সময় কাজে যেতে একরকম নিষেধ করেছেন। ফলে গৃহসহায়িকাদের অধিকাংশই এখনও মার্চ মাসের বেতন নিতে যেতে পারেননি। ফলে অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে থাকা সমাজের এই অংশের জীবনযাত্রার ওপর নেমে এসেছে ভয়ানক যন্ত্রণা।

এমতাবস্থায়, ৫৩, এ জে সি বোস রোডস্থিত 'পশ্চিমবঙ্গ গৃহ সহায়িকা ইউনিয়নে'র পক্ষ থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গত ১৬ এপ্রিল এক চিঠি দেওয়া হয়। যাতে রাজ্য সরকার গৃহসহায়িকাদের জন্য কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তাতে আবেদন জানানো হয়, (১) লকডাউন মিটলে যাতে তাঁদের কাজের কোনও সমস্যা না হয়। বিষয়টি সরকার যেন দেখেন। (২) বর্তমান সময়ে এই গৃহসহায়িকাদের কাজে নিযুক্ত পরিবারগুলির ন্যূনতম চাহিদা মেটানোর জন্য সাড়ে সাত হাজার টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। এবং (৩) পরিবার পিছু মাসে ৩৫ কেজি খাদ্যশস্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। রাজ্য সরকারের কাছে দাবিগুলির পাশাপাশি গৃহকর্তা বা গৃহকত্রীদের কাছে গৃহসহায়িকা ইউনিয়নের সভাপতি তরুণ ভরদ্বাজ, কার্যকরী সভাপতি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ ও সাধারণ সম্পাদিকা শিল্পী সরকারের বার্তা (১) যাঁরা এখনও মার্চ মাসের বেতন দেননি, তাদের দেওয়ার সুযোগ থাকলে অবিলম্বে বেতনটা দিয়ে দিন। আবার এপ্রিল মাস শেষ হলে অনুরূপভাবে দিয়ে দিন। আর লকডাউন সময়কালে বেতন দেওয়ার সুযোগ না থাকলে লক ডাউন মিটলে পুরো বেতনটা দেবেন, এ আশাও রাখবো। (২) লকডাউন মিটলে কাজে যোগ দিতে কোনও রকম সমস্যা না হয় সে বিষয়ে নজর রাখবেন। (৩) এই সময় কালে যারা কাজে আসছেন তাদের প্রোটেকশনের বিষয়টি যেমন মাস্ক ও স্যানিটাইজার ইত্যাদির দিকে সদা নজর দেবেন।

পানীয় জলের অকাল,রাস্তা অবরোধ

সুভাষ চন্দ্র দাশ,ক্যানিং: পানীয় জলের দাবিতে বাসন্তীতে পথ অবরোধ বিক্ষোভ দেখালেন এলাকার শতাধিক মহিলা। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকালে বাসন্তী ব্লকের ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েতের চোরাডাকাতিয়া গ্রাম সংলগ্ন বাসন্তী হাইওয়েতে। একদিকে চলছে করোনার প্রখর উত্তাপ। সেই উত্তাপ

কে স্তিমিত করতে সমগ্র দেশ জুড়ে চলছে লকডাউন। আর এই লকডাউন চলায় এলাকার সমস্ত মানুষজন গৃহবন্দী হয়ে রয়েছেন। পাশাপাশি খাদ্য সংকটে ও জর্জরিত এই পিছিয়েপড়া বাসন্তী ব্লকের ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েতের চোরাডাকাতিয়া, গৌরদাস পাড়া সহ বেশ কয়েকটি গ্রাম. এরপর তিনের পাতায়

কনটেইনমেন্ট স্পট ও রেড জোন কলকাতার

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুর এলাকার ৫৬টি ওয়ার্ডের মোট ১১২টি এলাকাকে 'কনটেইনমেন্ট স্পট' অর্থাৎ 'বোতলবন্দী জায়গা' হিসাবে চিহ্নিত করল রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর। যার মধ্যে রয়েছে উত্তর কলকাতার বরো–১ এর ১ (চিড়িয়ামোড়–কাশীপুর), ৩ (পাইকপাড়া), ৫ (টালাপার্ক), ৬ (চিৎপুর) ও ৯ নম্বর ওয়ার্ড। বরো–২ এর ১৭ (দর্জিপাড়া), ১৮ (সোনাগাছি এলাকা–বড়তলা থানা), ১৯ (শোভাবাজার–আহিরিটোলা এলাকা) ও ২০ (জোড়াবাগান–বি. কে. পাল অ্যাভিনিউ)। বরো–৩ এর ১৪, ২৯ (নারকেল ডাঙা–রাজাবাজার–বেলেবাজার), ২৩, ২৪ ও ২৫ (জোড়াবাগান–সিমলা ব্যায়াম সমিতি), ২৭, ২৮ ও ৩৯ নম্বর ওয়ার্ড। বরো ৫–এর ৩৬ (বেলেঘাটা), ৩৭ (রাজাবাজার–নারকেলডাঙা), ৪১ (মেছুয়াবাজার), ৪৫, ৪৪ (মহম্মদ আলি পার্ক–টেরিটিপার্ক) ও ৪৮ (আমহার্স্ট স্ট্রিট)। বরো–৬ এর ৫৪ (এন্টালি), ৬০ (গোবরা) ও ৬২ (আলিমুদ্দিন স্ট্রিট – মাদার হাউস)। বরো–৭ এর ৫৬, ৫৯ (সিআইটি রোড), ৬৪ পদ্মপুকুর–বেকবাগান), ৬৫ (পাম অ্যাভিনিউ–তিলজলা) ও ৬৬ (তপসিয়া)। বরো–৮এর ৬৮ (একডালিয়া), ৬৯, ৭০, ৭২ (ভবানীপুর), ৮৪, ৮৫, ৮৭ (সার্দান অ্যাভিনিউ) ও ৮৮ (সাহাপুর)। বরো–৯ এর ৭৩, ৭৪ (আলিপুর), ৭৫ (একবালপুর–খিদিরপুর), ৭৭, ৭৮ ও ৮২ (চেতলা)। বরো–১০ এর ৮১ (নিউ আলিপুর) নম্বর ওয়ার্ড। বরো–১২ এর ১০৯ (বৈষ্ণবঘাটা–মুকুন্দপুর)। বরো–১১ এর ১১০ (গড়িয়া–পাটুলি), ১১১ (বোড়াল মেন রোড) নম্বর ওয়ার্ড। বরো–১৫ এর ১৩৪, ১৩৫, ১৩৮ ও ১৪১ (মেটিয়াব্রুজ) নম্বর ওয়ার্ড। বরো–

শিলাবৃষ্টিতে বোরো চাষের দফারফা

দেবাশিস রায়, কাটোয়া: গত ১৭ এপ্রিল তুমুল ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়েছেন কাটোয়ার একাংশের বোরো চাষিরা। গত সপ্তাহে ভরসন্ধ্যায় পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া ২ নং ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকার ওপর

দিয়ে তুমুল শিলাবৃষ্টি সহ বিধ্বংসী ঝড় বয়ে যায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের এই জোড়া ফলার আক্রমণে সিঙ্গি, শ্রীবাটী, পলসোনা প্রভৃতি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বোরোধানের জমি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অনেক ঘরবাড়ি তছনছ হয়ে গেছে। ভেঙে পড়েছে কাঁচাবাড়ি। তবে কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। ইতিমধ্যেই প্রশাসন ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ শুরু করেছে।

আর মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই চাষিদের মাঠ থেকে সোনার ফসল তোলার কথা। কিন্তু এবার মার্চ থেকে শুরু করে এপর্যন্ত দফায় দফায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে কাটোয়ার অনেক জায়গাতেই বোরো ধান চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গেছে। মাঠজুড়ে ধানের শিষ ভেঙে পড়ায় ফলন মার খাওয়ার আশংকায় ভুগছেন চাষিরা। সিঙ্গি গ্রামের বাসিন্দা মিঠুন ভট্টাচার্য বলেন, এদিনের ব্যাপক ঝড় আর তুমুল শিলাবৃষ্টিতে যেভাবে বোরোধান চাষে ক্ষতি হল তা নিঃসন্দেহে চাষিদের কাছে একটা বিরাট ধাক্কা।

করোনায় মাঝেরহাট ব্রিজ বিশ বাঁও জলে

বরুণ মণ্ডল : নোভেল করোনা (কোভিট–১৯) ছোঁয়াচে ভাইরাসের আতঙ্কে উপর্যুপরি অসুবিধায় পড়েছে 'মাঝেরহাট রেলওয়ে ওভার ব্রিজে'র পুন নির্মাণের কাজে আসা ভিন রাজ্যের শ্রমিকেরা। সেখানে কাজ করছিলেন যারা, তাদের মধ্যে ৬৫ জন শ্রমিক পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকে এসেছিলেন। প্রথমে লকডাউন এবং পরে লকডাউনের মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে ভিন রাজ্যের শ্রমিকরা ব্রিজের পাশেই থেকে গিয়েছেন। বাকি যে সমস্ত শ্রমিক স্থানীয় এলাকা থেকে এসেছিলেন, তারা প্রত্যেকেই বাড়ি ফিরে গিয়েছেন। এমতাবস্থায় এখন ওই ৬৫ জন শ্রমিকের কেবল মাত্র দু'বেলা খাবারের ও পথ্যের ব্যবস্থা করছে রাজ্যের পূর্ত দফতর। অন্যদিকে, যেহেতু এই মুহূর্তে করোনা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে রাজ্য তথা দেশের সমস্ত জায়গায়, সেই কারণেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পূর্ত দফতর এখন করোনার কাজে ব্যস্ত পরিকাঠামো তৈরি করতে। যে পূর্ত দফতরের ওপর দায়িত্ব থাকে রাস্তা ও ব্রিজ সারাই করার, সেই পূর্ত দফতরের কাজ এখন বেলেঘাটা

আইডি (ইনফেকশাস ডিজিজেস) হাসপাতাল থেকে শুরু করে গোটা রাজ্যে যেখানে যেখানে করোনার চিকিৎসা চলছে। এই ঘটনায় সেখানে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পরিকাঠামোর কাজ তৈরি করাই এখন পূর্ত দফতরের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই সূত্রেই মাঝের হাট ব্রিজের কাজ ঘটনার জেরে বলা যেতে পারে আবার একবার 'বিশ বাঁও জলে'। কবে যে করোনার আতঙ্ক কাটবে সকলের থেকে আর কবেই যে সম্পূর্ণরূপে লকডাউন উঠবে সেটা কেউই জানে না। যার ফলস্বরূপ এখন সকলকেই বেগ পেতে হচ্ছে। আর এই লকডাউনের জন্যই সম্পূর্ণরূপে থমকে পড়েছে মাঝেরহাট ব্রিজের নির্মাণ কাজ। যদিও মাঝের হাট ব্রিজের কাজের জন্য আগেই রেলমন্ত্রীর অনুমতি চলে এসেছিল এবং কাজও শুরু হয়ে গিয়েছিল দ্রুততার সঙ্গে। কিন্তু হঠাৎই করোনার থাবায় সবকিছুই এখন উলটপালট হয়ে পড়েছে। রাজ্যের পূর্ত দফতরের আধিকারিক থেকে শুরু করে নবান্নের আধিকারিকরা কেউই জানেন না আবার কবে থেকে ফের মাঝেরহাট রেলওয়ে ওভার ব্রিজের নির্মাণ কাজ শুরু হবে।

লকডাউন দীর্ঘ করবে আশঙ্কা রাজনীতিবিদদের

কল্যাণ রায়চৌধুরী : রাজ্যের অন্যান্য কয়েকটি জেলার সাথে উত্তর চব্বিশ পরগনা অতি স্পর্শকাতর 'হটস্পট' জেলা হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। ইতিমধ্যে এই জেলার সদর শহর বারাসত সহ দমদম, বারাকপুর, পানিহাটি, মধ্যমগ্রাম, নৈহাটিতে করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গিয়েছে। এ কারণে এই জায়গাগুলিতে জারি হয়েছে 'লাল সতর্কতা'। বারাসত স্বাস্থ্য জেলার মুখ্য আধিকারিক ডা. তপন কুমার সাহা জানান, 'বারাসতে অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটিতে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার তৈরি করা হয়েছে। আর বারাকপুরে টেকনো গ্লোবালে করা হয়েছে আইসোলেশন। এর বেশি কিছু আমি বলতে পারব না। কারণ আমাদের কাছে সেন্ট্রালি তথ্য শেয়ার হয়।' হাবড়া হাসপাতালের সুপার ডা. শঙ্করলাল মণ্ডল বলেন, 'হাবড়া, অশোকনগরে এখনও পর্যাপ্ত করোনা আক্রান্তের খবর নেই। তবে মানুষের মধ্যে এখনও সচেতনতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। লকডাউনকে মানুষ এখনও গুরুত্ব সহকারে মানছে না। ফলে আগামী দিনে কি হবে, তা বলা যাচ্ছে না।'

সি পি আই (এম) – এর উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা সম্পাদকমণ্ডলী ও রাজ্য কমিটির সদস্য নেপালদেব ভট্টাচার্য এক প্রতিক্রিয়ায় বলেন 'পরিস্থিতি ভয়াবহ। আগামী মাসে সংক্রমণ আরও বাড়ার সম্ভাবনা। একটা উত্তর চব্বিশ পরগনা দিয়ে কিছু বোঝা যাবে না। সবে তো কলির সন্ধ্যে। ডিসেম্বরে চিনে ধরা পড়ে। এরপর জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল চার মাস ধরে টানছে। আমাদের দেশে ফেব্রুয়ারিতে ধরা পড়ে। মার্চ, এপ্রিল চলছে। এখনও মে, জুনে যাইনি। আমরা যেটা করতে পারি তা হল সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা। কিন্তু সরকারের সদিচ্ছার অভাব আছে। তাই এফসিআই–এর কাছে পর্যাপ্ত শষ্য থাকলেও তা সব মানুষ পাচ্ছে না। আমরা কৃষি প্রধান দেশ। এরপর তিনের পাতায়

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৪ বর্ষ, ১৫ সংখ্যা, ২৫ জানুয়ারি – ৩১ জানুয়ারি, ২০২০

মানবতার দুর্ভিক্ষ চাই না

মূল্যবোধহীনতার মহামারি ক্রমশ যেন গ্রাস করছে সারা বিশ্বকেই। করোনার এই সঙ্কটে যখন সারা বিশ্বের নাগরিক আজ বিপন্ন সেই সময় কোনও কোনও রাষ্ট্র নায়কদের দাম্ভিক কাজকর্ম মানুষের মূল্যবোধের চেতনায় আঘাত দেয়। আমেরিকা থেকে উত্তর কোরিয়া দুই রাষ্ট্র নায়কদের কাজকর্মে এমনই ইঙ্গিত মিলেছে। নিজেদের দেশ ভারতবর্ষ এখানেও মূল্যবোধের সঙ্কট প্রকট হচ্ছে দিনের পর দিন। দুজন নিরীহ সাধুর হত্যাকে কেন্দ্র করে একদিকে তথাকথিত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের জ্ঞানময় নীরবতা অন্যদিকে রাজনৈতিক স্তাবকতার চাপে গণ মাধ্যম তার জনমানসে বিশ্বাস ও আস্থা ক্রমশ বিপন্ন করে তুলছে। মহারাষ্ট্রের পালঘরে দুই সন্ন্যাসী ও তাদের চালককে একদল মানুষ প্রকাশ্য দিবালোকে নির্মমভাবে হত্যা করলো, সেই হত্যার দৃশ্য উন্মত্ত জনতার তাণ্ডব মোবাইলে করে ছড়িয়ে দিল তবু মূলস্রোতের গণ মাধ্যম নীরব রইলো। বাংলার বৈদ্যুতিন মাধ্যম ও সংবাদপত্রগুলি অজ্ঞাত অজানা কারণে এই সংবাদকে প্রায় প্রকাশ্যেই আনল না। কিন্তু কিসের ভয়ে, কাদের চাপে তা অজানা রয়ে গেল।

একদিকে যখন সাধুসন্ত সহ বিভিন্ন মঠ ও সেবা প্রতিষ্ঠান আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে ত্রাণ ব্যবস্থা পৌঁছে দিতে তখনই তাদের প্রতিভূ ও নিরস্ত্র নিরীহ সাধুদের নির্মম হত্যাকাণ্ড মানবিক লজ্জার কারণ হয়ে ওঠে। এই বাংলায় ত্রাণ বিলি নিয়ে নানা অপ্রীতিকর খবর উঠে আসছে। বিশেষ করে রাজনৈতিক চাপান উতোর উঠেছে কোভিড-১৯ ভাইরাস চিকিৎসাকে কেন্দ্র করে। কেন্দ্র রাজ্য অধিকার বোধ নিয়ে ইগোর লড়াই শেষ পর্যন্ত দেশের মানুষকে কোথায় দাঁড় করাবে যথেষ্ট চিন্তার বিষয় হয়ে উঠছে দিনের পর দিন। এ রাজ্যের কোথাও কোথাও ডাক্তার নার্স স্বাস্থ্যকর্মীদের ওপর বর্বরতার নজির দেখা গেছে। যা রাজধানী দিল্লিতেও ঘটেছে। কেন্দ্রীয় সরকার কড়া পদক্ষেপ নিয়েছেন এ ব্যাপারে।

মানবতার এই অগ্নি পরীক্ষার সময় সম্মেলিত ভাবে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার মাধ্যমেই এগিয়ে আসতে হবে। গণ মাধ্যমের ওপর অযথা চাপ সৃষ্টি করা অনৈতিক। সঠিক তথ্য প্রকাশ স্বচ্ছতার ইঙ্গিতবাহী। স্বচ্ছ ভারতের স্বপ্ন দেখা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী যে আহ্বান অনেক আগেই কার্যকর করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তা হল হাত তালি দিয়ে স্বাস্থ্য কর্মী, পুলিশ কর্মী প্রমুখ করোনা যোদ্ধাদের অভিনন্দন জানাতে। আজ তা কতটা বাস্তব সম্মত ছিল তা এই সাম্প্রতিক কালের কিছু ঘটনায় মর্মে মর্মে উপলব্ধি করা যাচ্ছে। স্বাস্থ্যকর্মী, পুলিশ কর্মী প্রমুখ যারা এই দুর্দিনে দেশকে সচল রেখেছেন তারা অবশ্যই সাধুবাদ যোগ্য। রাজনীতিকদের সদিচ্ছার ওপর সমাজ কতোটা নির্ভরশীল তাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

দেশের মধ্যে 'বিদেশ' গড়ার প্রবণতা বাদ দিয়ে সার্বিক রাজনৈতিক ঐক্য, গণমাধ্যমকে প্রলোভন ও চাপ থেকে মুক্ত রেখে প্রকৃত লড়াইয়ের সময় আজ এসেছে। সারা বিশ্বের মতোই এ বাংলাতেও করোনার উদ্দাম তাণ্ডব থেমে নেই। করোনা জাত, ধর্ম, বর্ণ, ধনী, নির্ধন কিছুই মানে না। পরিকল্পনা রাখতে হবে আগামী দিনের জন্যই। নইলে ভোট রাজনীতি সবই তুচ্ছ হয়ে যাবে।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র চার

অনেজদেকং মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোহন্যানত্যেতি তিষ্ঠত্তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি।।৪।।

অনুবাদ

তাঁর ধামে যদিও তিনি স্থির, তবুও পরমেশ্বর ভগবান মন অপেক্ষা দ্রুতগামী এবং অন্যান্য ধাবমান সকলকে অতিক্রম করতে পারেন। শক্তিমান দেবতারা তাঁকে প্রাপ্ত হন না। বায়ু ও বারি প্রদানকারী দেবতাগণের নিয়ামক পরমেশ্বর ভগবান একস্থানে স্থিত থাকা সত্ত্বেও অন্য সকলকেই অতিক্রম করে যান।

তাৎপর্য

সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিকেরাও মনোধর্ম-প্রসূত জল্পনার মাধ্যমে পূর্ণ পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারেন না। ভগবদ্ভক্তই কেবল ভগবানের কৃপার প্রভাবে তাঁকে জানতে পারেন। ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে, মনের গতিতে গমনে সক্ষম একজন অভক্ত দার্শনিক শত শত বৎসর ভ্রমণের পরেও দেখবেন, পরমতত্ত্ব তাঁর চেয়ে বহু দূরে অবস্থান করছে।

শ্রীঈশোপনিষদের বর্ণনা অনুসারে, পূর্ণব্রহ্ম শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত ধামকে বলা হয় কৃষ্ণলোক, যেখানে তিনি সর্বদাই তাঁর অপ্রাকৃত লীলায় নিরত থাকেন। তবুও তাঁর অচিন্ত শক্তির প্রভাবে তিনি যুগপৎ তাঁর সৃজনী শক্তির প্রতিটি অংশে প্রকটিত হতে পারেন। বিষ্ণু পুরাণে তাঁর শক্তিকে অগ্নির উত্তাপ ও আলোকের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। একটি মাত্র স্থানে অবস্থিত হয়েও, অগ্নি সর্বত্র উত্তাপ ও আলোক বিকিরণ করতে সক্ষম হয়, তেমনই, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর অপ্রাকৃত ধামে অবস্থান করেও তাঁর বিবিধ শক্তিকে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত করতে সক্ষম।

পরমেশ্বরের শক্তি অসংখ্য হলেও তাদের তিনটি মুখ্য শ্রেনীতে বিভক্ত করা যায়– অন্তরঙ্গা শক্তি, তটস্থা শক্তি এবং বহিরঙ্গা শক্তি। এই ত্রিবিধ শক্তির প্রত্যেকটির শত শত লক্ষ লক্ষ উপবিভাগ আছে।

ফেসবুক বার্তা

They're poor but responsible citizens

মন্দার বাজারেও চোখ স্থিতিশীলতায়, কিনতে হবে এই দুর্বলতায়

পার্থসারথি গুহ ঃ নয়া সপ্তাহে আগের গ্লানি ঝেড়ে ঘুরে দাঁড়ানো না আরও সমস্যার অন্ধকারে তলিয়ে যাওয়া কোনটা হবে সেদিকে নজর থাকবে সকল লগ্নিকারীর। মাস দুয়েক আগের উত্থান পর্ব শেষ করে ভারতের অর্থবাজার যে একটা ঘুণচক্করে ফেঁসে গেছে তা মালুম পড়ছিল বিগত কিছু দিন ধরেই। তবে তার মধ্যেও আশার আলো জ্বালিয়ে পুনরোত্থান শুরু হয় সূচকের। তাও আবার এই করোনাক্লিষ্ট বাতাবরণে।

আর যেটা পরিস্কার হয়েছে তা হল বারবারই ৯ হাজারের গর্ভগৃহ থেকে মোক্ষম সাপোর্ট নিয়ে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে ভারতীয় শেয়ার বাজারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ নিফটি। সেই ওপরনিচের একটা বন্ধনীও এখন তৈরি হয়ে গেছে। নিচের জায়গাটা ৮ হাজার হলে ওপরের রেজিস্ট্যান্সের জায়গা নিশ্চয়ই ১০ হাজার। মাঝের এই ২ হাজার পয়েন্টকে ধরে নিয়ে একে কেন্দ্র করে নিফটি ঘোরাফেরা করছে। সেনসেক্সও একইভাবে ৬-৭ হাজার পয়েন্টের একটা গণ্ডি বানিয়ে নিয়েছে।

এর অন্যথা হওয়া এই মুহূর্তে সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে ওপর বা নিচের দিকের এই পরিসীমায় তখনই টানাটানি পড়বে যখন ওপর বা নিচের ব্রিজ বা সেতুভঙ্গ হবে। ৮ হাজার ভাঙা মুশকিল বা ওই জায়গায় মজবুত জোর আছে তার প্রমাণ মিলছে একাধিকবার। তবে ওপরে যেতে গিয়ে বেশ কয়েকবারই ৮,৮০০ র কাছে গিয়ে হাফ ধরছে নিফটি মহারাজের। একটু গভীরে খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে বিগত এক বছরের মধ্যে নিফটি যেমন ১২ হাজারের কাছে আটকে যাচ্ছিল, ঠিক তেমনভাবেই ১০ হাজারের কাছে একটা বড় সাপোর্ট লাইন বানিয়েও বসে আছে। সেদিক থেকে সোজা অঙ্কের হিসেব বলছে নিচের ৮,৭০০ আর ওপরের ৯,৭০০ অর্থাৎ হাজার পয়েন্টের খেলা চালাচ্ছে নিফটি। সুতরাং নিফটির জন্য সবচেয়ে বড় দুর্গের জায়গাটা টেকনিক্যালি ৯,২০০। এই জায়গাটা ভেঙে যখনই ট্রেড করবে নিফটি মুশকিল হয়ে উঠবে যাবতীয় হিসাবনিকাশ। এমতাবস্থায় সাধারণ লগ্নিকারীরাও ট্রেড করতে এসে অনেক কিছু হজবরল করে ফেলছেন। সোজা ভাষায় বলতে গেলে তাদের লগ্নি ঘেঁটে যাচ্ছে অনেকক্ষেত্রেই। সেটা যাতে না হয় সেজন্য বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দিচ্ছেন খুব বেশি লেনদেন বা বেচাকেনায় না যেতে। অপেক্ষা করতে থাকা সেই ধরনের পরিস্থিতির যার হাত ধরে এই বেহাল থেকে মুক্তি মেলে।

নতুন সপ্তাহে শেয়ার বাজার কেমন থাকবে তা দেখার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাটে বল ঠিকমতো হবে কিনা সেটাও দেখে নিতে হবে। এখানে ব্যাটে বল হওয়া বলতে বোঝাচ্ছে লগ্নিকারী যে শেয়ার কিনছেন তা ধরার সময়টা ঠিকঠাক হওয়া। এই মুহূর্তে বাজার একটা খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে বলে অনেকে হয়তো ভাবছেন সব শেয়ারের হালই এখানে ডুবন্ত জাহাজের মতো হয়ে গিয়েছে। এই ভাবনা কিন্তু সব অর্থে সঠিক নয়। কারণ, পড়তির জমানাতেও বেশ কিছু শেয়ারের দামে চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আসলে খারাপ বাজারের মধ্যেও

তাদের সময়টা ভালো কাটছে। হয়তো বাজারে তাদের এমন কিছু ইতিবাচক খবর আছে তা ওইসব শেয়ারকে নিচে আসতে দিচ্ছে না।

এসব শেয়ারে যারা অবস্থান নিতে পারবে এই খারাপ জমানাতেও তাঁরা প্রকৃত ফায়দা তুলতে পারবেন। বস্তুত, এটাই হল শেয়ার বাজারের ব্যাটে—বল ক্লিক করা।

এমনিতেই পিচের অবস্থা মারাত্মক প্রতিকূল। তার ওপর একের পর এক খারাপ শেয়ার বিভিন্ন সেক্টরের সঙ্গে সমস্যায় ফেলে দিয়েছে পরিচিত অনেক শেয়ারকে। নন ব্যাঙ্কিং ফিনান্স কোম্পানি ও সরকারি ব্যাঙ্কের শেয়ারে যে মন্দা নেমে এসেছে তা সহজে কাটার নয়। এরমধ্যে বেসরকারি ব্যাঙ্ক তাও যে ছন্দ দেখাচ্ছিল হালফিলে তাও হারিয়ে ফেলেছে। ওষুধ, তথ্যপ্রযুক্তি আর খানিকটা ধাতুর কিছু শেয়ার এই বেহাল অবস্থাতেও ক্ষীণ আলো মেলে ধরছে। যা নিশ্চিতভাবে আশাব্যঞ্জক।

যে কোনও সপ্তাহের শুরু ও শেষ আর পাঁচটা ক্ষেত্রের মতো শেয়ার বাজারেও বিশাল প্রভাব ফেলে থাকে। এই ভারতীয় শেয়ার বাজারের কথাই বলা যাক না। গত সপ্তাহের প্রথম দিন যেভাবে ধেড়িয়েছিল নিফটি ও সেনসেক্স তাকে একটু ক্রিকেটিয় পরিভাষায় বলা চলে ওপেনিং জুড়ির ব্যর্থতা। আবার সেই অর্থবাজারই এই সপ্তাহের গোড়ায় ঝকঝকে দুটো দিন উপহার দিল। একে আবার গালভরা কথায় বলা যায় মিডল অর্ডারের সাফল্য। তবে এটাই কষ্টের মিডল অর্ডার কিছুতেই টিকে থাকতে পারল না। শুক্রবার ঝপাঝপ উইকেট পতন হল নিফটির বড় পতনের হাত ধরে। তাও বছর শেষে মিডক্যাপের তেড়েফুঁড়ে বাড়াটাও কোনও অংশে কম নয়। উড়িয়ে দেওয়া যায় না কিছুতেই। এখন দেখার এই সাফল্যের ছটা আরও কতটা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কারণ, এরপর নিশ্চিতভাবে বাজারের মুখ ওপরের দিকে তুলে রাখতে মিডল অর্ডারের পাশাপাশি সক্রিয় হয়ে উঠতে হবে টেল এন্ডারদের। তবে গিয়ে হয়তো আরও বড় মুভ লক্ষ্য করা যাবে ভারতীয় শেয়ার বাজারে। এই মুহূর্তে ভারতীয় নিফটি যতক্ষণ ৯ হাজারের ওপর থাকছে ততক্ষণ অন্য কোনও কিছু ভাবার অবকাশ নেই। কিন্তু ৯ হাজার ভেঙে নিফটি যদি ট্রেড করতে থাকে তবে সমূহ বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে।

শেয়ার বিশেষজ্ঞরা তাই লগ্নিকারীদের ট্রেডিংয়ে বেশি ঝুঁকি না নিতে পরিহাস করে বলছেন, এখনকার এই সন্ধিক্ষণে টি—২০ খেলতে যাবেন না মোটেই। আপাতত ক্রিজে টিকে থাকলেই রান আসবে বলে অভিমত তাঁদের। বলাবাহুল্য, এই রান আসা বলতে শেয়ার বিশেষজ্ঞরা যে লগ্নিকারীদের সংযম বজায় রেখে বিনিয়োগে যেতে বলছেন তা পরিস্কার। রোজ রোজ পজিশন না রেখে ইন্টারডে কেনাবেচা সাঙ্গ করে হাত খালি রাখার সুপারিশও করছেন তাঁরা।

নিফটি ও সেনসেক্সের জন্য বেশ কিছু সীমা—পরিসীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন শেয়ার বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের বক্তব্য, ৯,৩০০র ওপর ক্লোজিংটা খুব জরুরি। এটা ভেঙে বন্ধ করলে টেকনিক্যালি অনেক খারাপ পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। সেটা হবে অবশ্য ধাপে ধাপে।

আমেরিকা ও ইউরোপের অর্থবাজারের কিছু নেতিবাচক বার্তা আগামীতে প্রভাব ফেলতে পারে অর্থবাজারে। বিদেশি এই উথাল—পাতালের মাঝে পড়ে নড়ে যেতে পারে লগ্নিকারীদের আত্মবিশ্বাস। যা চিন্তায় রাখবে আগামী কিছুদিনের জন্য তো বটেই। এর মধ্যে নিফটি ৯,২০০ থেকে ৯,৩০০ র মধ্যে ভালো একটা সাপোর্ট খুঁজে নিতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের অনুমান। এই জায়গাটা ভেঙে গেলেই মুশকিল। সে জন্যই এতটা গুরুত্ব পাচ্ছে এই ক্লোজিং। বুল বেয়ারের যে দ্বন্দ্বটা চলছে তারও একটা এসপার—ওসপার হওয়া বিশেষ জরুরি। এটা যে তেজি বাজার চলছে তা বোঝানো যেমন দরকার বুলদের জন্য, ঠিক তেমনই বেয়ারদের প্রমাণ করার তাগিদ হয়ে দাঁড়িয়েছে ইয়ে হ্যায় বেচুবাবু কা জমানা।

রূপান্তরকামীদের ত্রাণ বিলি করলেন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরেই রূপান্তরকামীদের কাছে খাদ্য সামগ্রী নিয়ে হাজির হলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। আজ কোচবিহার ১ নম্বর ব্লকের ঘুঘুমারি রেলগেট এলাকায় গিয়ে ১৩০ জন রূপান্তরকামীদের চাল, ডাল, তেল আলু সহ বেশ কিছু খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। সেখানে মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার সদর মহকুমা শাসক সঞ্জয় পাল, কোতোয়ালি থানার আইসি সৌম্যজিৎ রায়।

এদিন ওই খাদ্য সামগ্রী পেয়ে খুশি রূপান্তরকামীদের পক্ষে সুমি দাস মুখ্যমন্ত্রী, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী ও প্রশাসনের কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আমরা সমাজে সবসময় বঞ্চিত। গতকাল প্রেস কনফারেন্সে মুখ্যমন্ত্রী আমাদের কথা বলেছেন। আজ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী খাদ্য সামগ্রী নিয়ে আমাদের কাছে এসেছেন। তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মানবিক। তিনি সমস্ত স্তরের দুঃস্থ অসহায় মানুষের কথা মাথায় রেখে কাজ করেন। তিনি চান না এই পরিস্থিতিতে কেউ অনাহারে থাক। তাই তাঁর নির্দেশ মেনে আমরা এই খাদ্য সামগ্রী দিতে এসেছি।

মূলত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, ট্রেনে বাসে সাধারণ যাত্রীদের কাছ থেকে সহাযতা নিয়েই রুটিরুজির ব্যবস্থা করেন বেশিরভাগ রূপান্তরকামী মানুষজন। কিন্তু লকডাউনের পরে সেই উপার্জন পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলে সমাজের অন্যান্য অংশের মানুষের মত রূপান্তরকামীদেরও একই সমস্যায় পড়তে হয়েছে। কিন্তু সংখ্যায় খুব বেশী নয় বলে এদের সেভাবে কেউ মনে রাখেন না। ব্যতিক্রমী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গতকাল প্রেস কনফারেন্স করে এই মানুষ গুলোর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। যাতে তাঁদের খাদ্য সংকটে ভুগতে না হয়, তার জন্য প্রশাসনের কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন। সেই নির্দেশ মেনেই এদিন রূপান্তরকামীদের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ।

করোনা বৃষ্টিতে নাজেহাল হাওড়া

সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী : সারা বিশ্ব করোনা আতঙ্কে আতঙ্কিত । আমাদের দেশেও বাদ যায়নি । আজ দেশের প্রতিটি নাগরিক এখন এই মহামারিতে আতঙ্কিত । যখন চারিদিকে লকডাউন তখন হঠাৎ ঝড় বৃষ্টিতে সকলে নাজেহাল । যেমন বৃষ্টি তেমনি ঝড় । ঝরের ফলে কোথায় কোথায় আবার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় । পরে অবশ্য তা পুনরায় চালু হয় । এই ঝড় বৃষ্টিতে চাষের ক্ষয় ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থেকেই যায় । ঝড় বৃষ্টির থেকে এখন হাওড়াবাসী ভয় এই মহামারি । আগের চেয়ে প্রশাসন আরও শক্ত হাতে মোকাবিলায় নেমেছে হাওড়ার প্রতিটি এলাকায় । কিন্তু 'করোনা'র কাছে মানুষ বড় অসহায় । সকলেই চেয়ে আছে কবে মুক্তি পাবে এই মহামারি থেকে । এখন দেখার এই করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে কত দিনে এই লকডাউন উঠে মানুষ আবার জনজীবন স্বাভাবিক হয় ।

ইসকন –এর পক্ষ থেকে রেশন সামগ্রী বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি ইসকন মন্দির এর পক্ষ থেকে শতাধিক পরিবারকে রেশনের সামগ্রী (চাল,ডাল, আলু, সোয়াবিন বিতরণ করা হলো)। বিশিষ্ট সমাজসেবী রাম কৃষ্ণ সাহার সহযোগিতায় গাজলডোবা গেট বাজার আদিবাসী এলাকাতে, উপস্থিত ছিলেন মিলন পল্লী আউটপোস্ট ওসি অমর্ত্য চক্রবর্তী মহাশয়। পুলিশের পক্ষ থেকেও প্রচুর পরিমাণে সবজি প্রদান করা হলো। এলাকাবাসীরা সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে রেশন গ্রহণ করেন। পুলিশের পক্ষ থেকে আগে থেকে কুপন দেওয়া হয়েছিল এলাকাবাসীকে। সব লোক সুশৃংখলভাবে নিয়েছেন। মিলন পল্লী পুলিশের আয়োজনে আমরা খুব খুশি (নাম কৃষ্ণ দাস জনসংযোগ অধিকারী ইসকন শিলিগুড়ি)

সিএম ত্রাণ তহবিলে দান

নিজস্ব প্রতিনিধি : করোনা আক্রান্তদের সহায়তা ও উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থার জন্য মুখ্যমন্ত্রী 'জরুরিকালীন ত্রাণ তহবিল' গঠন করেছেন। সেই তহবিলে যে যেমন পারছেন সহায়তা করছেন। এসব দেখে এগিয়ে এলেন বাড়ির গৃহবধূ। 'ঠাকুরপুকুর সৃজনী'র বাসিন্দা রেখা মাকাল এগিয়ে এলেন সাহায্যের জন্য। নিজের সংসার খরচ থেকে সামান্য কিছু টাকা 'ঘটে' জমিয়ে রাখতেন। তিনি তার সাধ্য মতো জমানো কমবেশি ১০ হাজার টাকা গত ২১ এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে তুলে দিলেন।

ডাক্তার ও নার্সদের সচেতনতার বার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি : একদিকে যেমন করোনা যুদ্ধে একেবারে সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে লড়াই করছেন যে সমস্ত ডাক্তার ও নার্সেরা, তারাই আবার পিছিয়ে পড়া দুঃস্থ মানুষদের অন্নসংস্থানের এগিয়ে আসছেন। আর এমনই চিত্র দেখা গেল এ দিন। কলকাতা থেকে সুদূর মৌসুমী দ্বীপে পাড়ি দিয়েছিল কুড়ি জনের একটি নার্সিং টিম। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত দ্বীপ মৌসুমী দ্বীপ একেবারে কলকাতা থেকে প্রায় 300 কিলোমিটার দূরে যেখানে খুব বেশি হলে হাতেগোনা 9 থেকে 10 হাজার মানুষের বসবাস। যেখানে বেশিরভাগ মানুষের পেশা চাষবাস থেকে শুরু করে মাছ ধরা। আর সেখানে পৌঁছে গেলেন ,

করোনা মোকাবিলায় সামনে থেকে করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করছেন ডাক্তার ও নার্সরা। নিজেদের পেশার বাহিরে সমাজসেবায় ব্রতী হলেন sskm হাসপাতালের কয়েকজন নার্স ও ডাক্তার। প্রত্যন্ত এলাকায় করোনা সচেতনতার পাশাপাশি অসহায় মানুষদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করতে দঃ ২৪ পরগনার মৌসুমি দ্বীপে পৌঁছে যান নার্সদের একটি প্রতিনিধি দল।

যেখানে একেবারে নিজেদের উদ্যোগে মাস্ক,হ্যান্ড স্যানিটাইজার সহ খাদ্য সামগ্রী নিয়ে মৌসুমি দ্বীপের অসহায় শতাধিক মানুষের মধ্যে বিতরন করেন।

এমনকি খাদ্য সামগ্রী বিতরনের পাশাপাশি সাধারণ মানুষদের করোনা সচেতনতায় নিজেরা গ্রাম্য পাচালির ধাচে গান করে সচেতনতার বার্তা দেন তারা।

অবশ্য নার্স ও ডাক্তারদের প্রতিনিধিদলের দাবি শহরে বহু সংস্থা ও ব্যক্তি ত্রান দিচ্ছে ফলে জেলার প্রত্যন্ত এলাকার অসহায় মানুষজন পাচ্ছেনা কোন ত্রান তাই প্রত্যন্ত মৌসুমি দ্বীপে পৌঁছে অসহায় মানুষদের মধ্যে ত্রান বিলির পাশাপাশি সাধারণ মানুষদের সচেতন করেন নার্সদের প্রতিনিধিদল। আর এই উদ্যোগকে আমাদের বেঙ্গল প্রেস টিভির পক্ষ থেকে কুর্নিশ জানাই।

ইসলামপুর পুলিশ জেলার পুলিশি অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, ইসলামপুর : লক ডাউন সফল করতে দিনভর অভিযান চালালো ইসলামপুর পুলিশ জেলার পুলিশ কর্মীরা। শনিবার ইসলামপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার শচীন মাক্কারের নির্দেশে তিনটি টিম তৈরি করে বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালানো হয় বলে জানান তিনি। প্রতিটি টিমে একজন করে ডিএসপি র‍্যাঙ্কের অফিসার, একজন ইন্সপেক্টর, একজন অফিসার, একজন কনস্টেবল এবং দুজন করে সিভিক পুলিশ ছিলেন। শনিবার সকাল থেকে শুরু হয় এ ধরনের অভিযান।

অভিযান চলাকালীন উদ্দেশ্যহীনভাবে যে সমস্ত টোটো ঘোরাফেরা করছিল সংশ্লিষ্ট বিষয়টির জন্য আলাদা ভাবে কর্মসূচি নেওয়া হয়। টোটোর চালকদের সাবধান করা হয়েছে এদিন। এখন পর্যন্ত লকডাউন যারা মেনে চলেন নি এবং আইন মানেননি সব মিলিয়ে এমন একশো একাশি জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। জেলার বিভিন্ন থানা থেকে ২৩টি মোটরবাইক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এবং এখন পর্যন্ত এফআইআর করা হয়েছে বিয়াল্লিশ জনের বিরুদ্ধে।

অন্যদিকে পুলিশের নানান কর্মসূচির মধ্যে এদিন চোপড়া থানা, বিডিও অফিস এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ইসলামপুর পুলিশ জেলার পক্ষ থেকে স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়।

সমস্ত প্রকার প্রিন্টিং ও ডিজাইন–এর কাজ করা হয়।
যোগাযোগ– 9830211698 / 6291591635

হোম করেন্টাইন এ থাকার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : অরুণাচল প্রদেশ থেকে আসা দিনহাটা ২ ব্লকের বাসন্তীর হাট এলাকার এক ব্যক্তিকে হোম করেন্টাইনে থাকার নির্দেশ দিল স্বাস্থ্যকর্মীরা। গত ১২ই মার্চ অরুণাচল প্রদেশ থেকে বাড়ি ফেরার পর সেই ব্যক্তি আবার বাড়ি থেকে দিনহাটার ২ ব্লকের বালিকা এলাকায় দাদার বাড়িতে ছিলেন। সেখান থেকে গত বুধবার নিজের বাড়িতে ফিরলে স্বাস্থ্যকর্মীরা তার বাড়িতে গিয়ে তাকে হোম করেন্টাইন এ থাকার নির্দেশ দেন। গত এক মাস আগে ওই ব্যক্তি অরুণাচল প্রদেশ থেকে ফিরেলেও তিনি যেহেতু অন্য গ্রামে ছিলেন সেহেতু সেই ব্যক্তিকে বাড়ি ফেরার সাথে সাথেই স্বাস্থ্যকর্মীরা হোম করেন্টাইন এ থাকার নির্দেশ দেন।

পরীক্ষার ফল নেগেটিভ – আশা জাগাচ্ছে মনে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডায়মন্ড হারবার ও মথুরাপুরের দুই করোনা (Corona Virus) আক্রান্তের পরিবার—সহ তাঁদের সংস্পর্শে আসা মোট ৪২ জনকে আগেই চিহ্নিত করেছিল প্রশাসন। তাঁদের লালারসের নমুনা পাঠানো হয়েছিল পরীক্ষার জন্য। রিপোর্ট আসতেই মিলল স্বস্তি। প্রশাসন সূত্রের খবর, ৪১ জনের শরীরে করোনা ভাইরাসের কোনও অস্বিত্ব পাওয়া যায়নি। বাকি একজনের রিপোর্ট এখনও মেলেনি।সোমবার জেলা প্রশাসনের এক কর্তা জানান, নুরপুরের মুকুন্দপুর গ্রামে এক ব্যক্তির শরীরে কয়েকদিন আগেই করোনার সন্ধান মেলে। তাঁর পরিবারের সদস্য ও সংস্পর্শে আসা ৩৩ জনকে দু'দফায় কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়। প্রথমে ১৫ জন ও পরে আরও ১৮ জনকে চিহ্নিত করে প্রত্যেকের লালারসের নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছিল।

৩২ জনেরই শরীরে করোনার কোনও সন্ধান মেলেনি। এখনও এক ব্যক্তির নমুনার রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছেন তাঁরা।ওই আধিকারিক আরও জানিয়েছেন যে, মথুরাপুরের বাপুলির চকে যে বৃদ্ধের শরীরে করোনার সন্ধান মিলেছিল ওই ব্যক্তির সংস্পর্শে আসা ৯ জনের লালারসের নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছিল। প্রত্যেকেরই রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। এছাড়াও ডায়মন্ডহারবার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে করোনার প্রাথমিক উপসর্গ জ্বর, সর্দি—কাশি ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে ভরতি থাকা অন্য আরও ২৯ জনের নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ২৮ জনের রিপোর্টই নেগেটিভ এসেছে।একজনের রিপোর্ট এখনও আসেনি। ওই আধিকারিক বলেন, এটা নি:সন্দেহে মন ভালে করা খবর। একইভাবে স্বস্তি প্রকাশ করে ডায়মন্ড হারবারের মহকুমাশাসক সুকান্ত সাহা বলেন, এমন একটা স্বস্তির খবর আমিও শুনেছি। তবে এখনও অনেকটা সময় বাকি। করোনার বিরুদ্ধে আমরা লড়াই চালাচ্ছি। সচেতন হতে হবে সাধারণ মানুষকেও।

কোয়রান্টিন সেন্টার হওয়ায় বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিজস্ব প্রতিনিধি : বারুইপুর কৃষক বাজারে কোয়রান্টিন সেন্টার করায় গ্রামের রাস্তায় গাছের গুঁড়ি ফেলে বিক্ষোভ, অবরোধ গ্রামবাসীদের। বারুইপুরের রামনগর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন ফুলতলা–সীতাকুন্ডু যাবার পথে কৃষক বাজারকে কোয়রান্টিন সেন্টার ঘোষণা করায় স্থানীয় কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দারা রাস্তায় গাছের গুড়ি, বৈদ্যুতিক পোস্ট ফেলে অবরোধ করল। বিক্ষোভ প্রতিবাদ করল সেন্টারের সামনে। এর ফলে মঙ্গলবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত এলাকা উত্তাল হল। কৃষক বাজারের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে এলাকার মহিলারা একজোট হয়ে বিক্ষোভ দেখান। পাশাপাশি রাস্তায় বসে এলাকার ছেলেরাও অবরোধে সামিল হন। গ্রামের বাসিন্দাদের থেকে দাবি করা হয় অবিলম্বে প্রশাসনকে এই কৃষক বাজার থেকে কোয়রান্টিন সেন্টার সরাতে হবে। যে সব রোগীদের আনা হয়েছে তাদের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এর জেরে কৃষক বাজার সংলগ্ন কয়েকটি গ্রাম ঢালিপাড়া, সরদার পাড়া সহ অন্য এলাকায় আতঙ্ক ছড়াচ্ছে। মানুষজন ভয় পাচ্ছে। এর পাশাপাশি একদল যুবক বিক্ষোভ দেখায় বারুইপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর বাড়ির সামনেও। বিক্ষোভ, অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বারুইপুর থানার আই সি দেব কুমার রায়, এস ডি পিও অভিষেক মজুমদারের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনি। প্রথমে বিক্ষোভ কারিদের সাথে বারে বারে আলোচনা করেন আই সি ও এস ডি পিও। কিন্তু বিক্ষোভকারিদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় তাঁদের সাথে আলোচনার জন্য ঘটনাস্থলে বিডিও কে

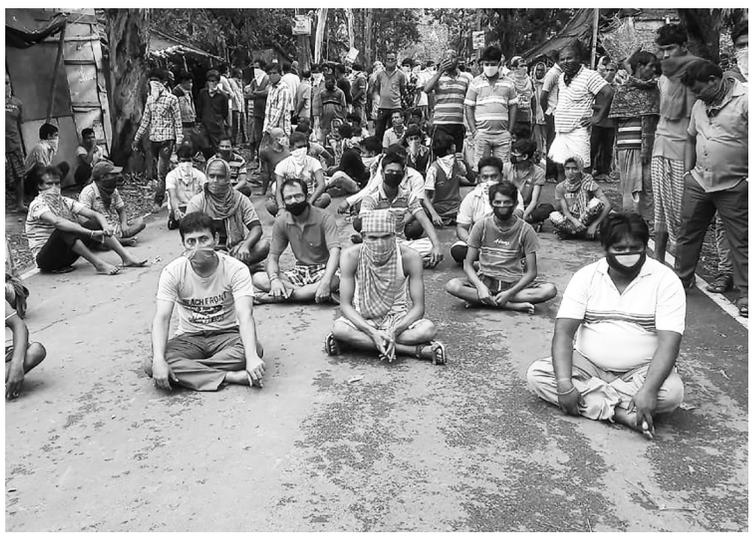

আসতে হবে। এই দাবি মেনে নিয়েই কয়েক ঘন্টা পর এলাকায় আসেন বিডিও মোশারফ হোসেন, যুগ্ম বিডিও সায়ন্তন ভট্টাচার্য। গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে ৫ জন কে ডেকে আলোচনা করা হয়। বিডিও, এস ডি পিও বাড়ে বাড়ে গ্রামের বাসিন্দাদের বোঝান তড়িঘড়ি জায়গা কোথায় পাওয়া যাবে। এই জায়গা সুরক্ষিত ও ফাঁকা। কোন আতঙ্কিত হবার নেই। যে দশ জন রোগীকে আনা হয়েছে ইতিমধ্যে তাদের নেগেটিভ রিপোর্ট বেড়িয়েছে। কিন্তু গ্রামের বাসিন্দারা তাদের দাবিতেই অনড় থাকেন। গ্রামের বাসিন্দারা বলেন, কৃষক বাজার সংলগ্ন এলাকায় গ্রামের বহু মানুষ বাস করেন। এই কোয়রান্টিন সেন্টার সরাতেই হবে। এদিকে রাস্তায় গাছের গুঁড়ি,বৈদ্যুতিক পোস্ট ফেলে অবরোধে ফুলতলা—সীতাকুন্ডু যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যাওয়ায় আনা হয় র‍্যাফ, কমব্যাট ফোর্স।সকাল ৯ টার পর থেকে দফায় দফায় অবরোধ, বিক্ষোভ চলার পর দুপুর ১ টার পর ঘটনাস্থলে বারুইপুর জেলা পুলিশের অতিরিক্ত সুপার ইন্দ্রজিত বসুর নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী যায়। এই পুলিশবাহিনী রাস্তায় আসার পথেই গাছের গুঁড়ি, বৈদ্যুতিক পোস্ট রাস্তা থেকে সরিয়ে দেন। এর পরে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নিজে গ্রামের বাসিন্দাদের ডেকে বোঝান । তারপরেও তারা না ওঠায় পুলিশ লাঠি উঁচিয়ে বিক্ষোভকারিদের দিকে তেড়ে যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনতে পুলিশ কে মৃদু লাঠি চার্জও করতেও হয়। পরে গ্রামের বাসিন্দা দের সাথে আবার আলোচনায় বিক্ষোভ অবরোধ তাঁরা তুলে নেন। প্রসঙ্গত, বারুইপুরের বৃন্দাখালির কর্মতীর্থে কোয়রান্টিন সেন্টারে প্রথমে রোগী ভর্তি থাকলেও পরে এলাকার মানুষ জনের আপত্তিতে তা বন্ধ করে দিতে হয়। বারুইপুরের কৃষক বাজার কোয়রান্টিন সেন্টারে সোনারপুর থেকে রোগীদের আনা হয়েছে বলে গ্রামের বাসিন্দারা অভিযোগ করেন। তাঁদের বক্তব্য, রাতে সোনারপুর থেকে রোগীদের আনা হয়েছে। বহিরাগত লোকদের এখানে আনা যাবে না। যদি আমাদের কোয়রান্টিন সেন্টার মেনে নিতে হয় তবে শুধুমাত্র বারুইপুরের রোগীদের রাখা হোক।

সিটিজেন সার্ভিস ফোরাম চালু

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিজস্ব প্রতিনিধি : লকডাউনের দ্বিতীয় পর্যায় চলছে। আর এই সময়ে যাতে মানুষ বাড়িতেই থাকে তাঁর জন্য ক্রমাগত প্রচার করছে প্রশাসন। আর এবার ঘরে থেকে ফোন করে বাড়িতে বসে প্রয়োজনীয় সামগ্রী যাতে সাধারণ মানুষ পেতে পারে তাঁর উদ্দ্যোগ নিল জয়নগর থানার আইসি অতনু সাঁতরা। তাঁর এই ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার কাজ শুরু করল জয়নগর মজিলপুর পুরসভা এলাকার ভিউটেক নামে একটি সংস্থার সদস্যরা। সিটিজেন সার্ভিস ফোরাম নাম দেওয়া হয়েছে এই প্রকল্পটিকে। সোমবার থেকে এই পরিষেবা প্রদানের কাজ শুরু হয়েছে। আপাততঃজয়নগর মজিলপুর পুরসভা এলাকার ১৪ টি ওয়ার্ডে এই পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে। এই সংস্থার কর্ণধার দেবজ্যোতি বসু বলেন, আমরা ন্যায্য মূল্যে সাধারণ মানুষকে ওষুধ, মুদিখানা, প্যাথোলজি টেস্ট, ২০ লিটার জল, ফ্রেশ চিকেন, লাঞ্চ, ডিনার , স্লাইস পাউরুটি, আপৎকালীন গাড়ি সহ

একাধিক পরিষেবা তুলে দিচ্ছি। এর জন্য এলাকার মানুষকে ফোন করে অর্ডার দিতে হবে। এ ব্যাপারে জয়নগর থানার আই সি অতনু সাঁতরা বলেন, লকডাউনে মানুষ ঘরে থাকুক। আমরা এই পরিষেবা সঠিক দামে তাদের বাড়িতে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেছি। আপাততঃ জয়নগর মজিলপুর পুর এলাকায় এই পরিষেবা চালু করা হয়েছে। আগামী দিনে জয়নগর থানা এলাকায় এই পরিষেবা চালু করার ইচ্ছে আছে। তাই এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় আপনারা বাড়িতে থাকুন, সুস্থ থাকুন।

করোনায় র‍্যাপিড টেস্ট কী?

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর কলকাতার বেলগাছিয়া বস্তি দিয়ে গত ২০ এপ্রিল থেকে রাজ্যে ‘র‍্যাপিড টেস্টিং’ শুরু হয়ে গেল। নোভেল করোনার (কোভিড–১৯) ‘হটস্পট’ কলকাতা।আর এই বেলগাছিয়া বস্তিকে ইতিমধ্যেই ‘রেড জোন’ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই র‍্যাপিড টেস্টিং–এর মাধ্যমে করোনার প্রাথমিক বাছাইয়ের কাজটি কররা হবে। ১০–১৫ মিনিটের মধ্যে এই টেস্টের ফল জানা যায়। এই টেস্টের মাধ্যমে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছে বোঝা গেল, তখনই সোয়াব টেস্ট করা হবে। কী এই র‍্যাপিড টেস্ট? এই র‍্যাপিড টেস্টে করোনা ধরা পড়ে না। কিন্তু রক্তে এই ধরনের

অ্যান্টিবডির উপস্থিতি ধরা পড়ে। দেহে কোনও ভাইরাসের আক্রমণ হলে দেহের মধ্যে নিজে থেকেই একটি ভাইরাস প্রতিরোধী অ্যান্টিবডি পাওয়া গেলে বুঝতে হবে কোনও ব্যক্তির শরীরে সংক্রমণ রয়েছে। আর তখনই ওই রোগীকে আলাদা করা হবে অন্যদের থেকে।

প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গে চার জায়গায় এই ‘র‍্যাপিড টেস্টিং’ অ্যান্টিবডি পরীক্ষা কেন্দ্র তৈরি কররা হয়েছে। এসএসকেএম (পিজি), আরজিকর মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতাল, ট্রপি মেডিসিন ও ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যালে এই পরীক্ষা করা হবে। প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য আলাদা জেলা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এসএসকেএমের নিয়ন্ত্রণে পড়েছে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা। আরজি করের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা ও বসিরহাট। ট্রপিক্যাল মেডিসিনের নিয়ন্ত্রণে পূর্বমেদিনীপুর ও নন্দীগ্রাম। ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যালে ডায়মন্ড হারবার স্বাস্থ্য জেলার নমুনার পরীক্ষা হবে।

নিম্নচাপের বৃষ্টিতে পাকা ধান শুয়ে পড়েছে, মাথায় হাত চাষিদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : লকডাউন চলছে সারা দেশ জুড়ে। আর এর আওতার বাইরে রাখা হয়েছে কৃষি কাজকে। গত তিন দিন ধরে নিম্নচাপ জনিত ঝড়—বৃষ্টির জেরে ধান চাষে ক্ষতির মুখে চাষিরা। জয়নগর ১ নম্বর ব্লকের অধীন এলাকায় এ বছর ৬০০ হেক্টর জমিতে বোরো ধানের চাষ করেছে চাষিরা। তাঁর মধ্যে নিম্নচাপ জনিত বৃষ্টিতে বেশির ভাগ জমিতে পাকা ধান গাছ শুয়ে পড়েছে বলে জানা গেল। ব্লক কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গেল, বিধান ২, তেরো হাজার ৫৫৫, এম হাজার দশ, সাদা মিনিকেট, লাল মিনিকেট, পঙ্কজ, স্বর্ণ সহ একাধিক প্রজাতির ধান চাষ হয় এখানে। এই ধান বৈশাখ মাসে তোলা হয়। আর এ বছর ঝড়—বৃষ্টিতে এই চাষের একাংশ ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেল। জয়নগর ১ নম্বর ব্লকের শ্যামনগর

গ্রামের সুজাউদ্দিন গাজী নামে এক চাষি জমিতে দাঁড়িয়ে বলেন, আমি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ১২ বিঘা জমিতে বোরো ধানের চাষ করেছি। ধান তোলার সময় এই ক্ষতিতে আমি কি করবো বুঝতে পারছিনা। তিলপির আরেক এক চাষি জাকির হোসেন বলেন, তিন বিঘা জমিতে চাষ করেছি কিন্তু এখন এই ক্ষতি কিভাবে সামলাবো বুঝতে পারছি না। এ ব্যাপারে জয়নগর ১ নং ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা ড: দ্বীপ মন্ডল বলেন, এই ক'দিনের ঝড় বৃষ্টিতে এই এলাকার ২৮—৩০ হেক্টর জমির ধান শুয়ে পড়েছে। চাষিদের বলা হয়েছে এখনই ওই ধান কেটে নিলে অসুবিধা হবে না। তাছাড়া আমরা সমস্ত পরিস্থিতির উপর নজর রাখছি।

সমাজসেবীর দান

মলয় সুর, হুগলি : চুঁচুড়া পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার ইন্দ্রজিৎ দত্তের উদ্যোগে এলাকার আর্থিক ভাবে অসহায় মানুষদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। ২৩ মার্চ লকডাউন শুরুর সময় থেকেই এইভাবেই খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে। আগামী দিনেও চলবে। এমন কি কারবালা মোড়ে চুঁচুড়া আরোগ্যর সদস্যরা দিল্লি রোড লাগোয়া গ্রামের পঞ্চায়েত এলাকায় দূরদূরান্তের দুঃস্থ পরিবারগুলিকে খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করার ব্যবস্থা করছেন। তাঁদের হাতে ৩ কেজি চাল, ২ কেজি আলু, সোয়াবিন, সাবান, ডাল, সরষের তোল ইত্যাদি সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি ১১ হাজার মাস্ক ও স্যানিটাইজার বিতরণ হয়। করোনা সংক্রমণের আবহে চুঁচুড়া শহর ও গ্রাম পঞ্চায়েতের মানুষজনকে পথ নাটিকা করে সচেতন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এদিকে সংস্থায় রয়েছেন সেক্রেটারি অমিত কুমার মল্লিক, সভাপতি সুজন বন্ধু ঘোষ, কাউন্সিলর ইন্দ্রজিৎ দত্ত বলেন, অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়াতে খাবার নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছি। যতটুকু পারছি, করছি। মানুষের ভালবাসাটা আমার প্রাপ্তি।

লকডাউন দীর্ঘ করবে আশঙ্কা

প্রথম পাতার পর

তাই আমাদের খাদ্যে এখনও কোনও ঘাটতি নেই। কিন্তু আমেরিকা, ইউরোপিয়ান দেশগুলো তো ইন্ডাস্ট্রিয়াল। ফলে তারা এখন থেকেই খাবার রেশনিং করা শুরু করেছে। অর্থাৎ হিসাব করে খেতে শুরু করেছে। তবে আমাদের দেশে এখনও খাদ্যশষ্যের ঘাটতি না থাকলেও কৃষকরা চাষ করতে না পারলে আগামী দিনে সমস্যা দেখা দেবে। আমাদের এখানে গোষ্ঠী সংক্রমণ এখনও সেভাবে হয়নি। তবে আগামী দিনে কি হবে তা বলা যাচ্ছে না। সবচেয়ে বড় সমস্যা হল শরীরে কোনও লক্ষণ দেখা না গেলেও পরীক্ষায় করোনা পজিটিভ ধরা পড়ছে। যেমন দিল্লিতে ৭২৬ জনের মধ্যে ১৮৬টি কেস পজিটিভ পাওয়া গিয়েছে যাদের কোনও লক্ষণ ছিল না।'তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক তথা বিশিষ্ট টলিউড তারকা চিরঞ্জিত চক্রবর্তী বলেন, 'এই যুদ্ধের প্রাথমিক শর্তই হল গৃহবন্দী থাকা। আমাকে অনেকেই বিভিন্ন জায়গায় ডাকছে। কিন্তু আমি যাচ্ছি না। কারণ আমি না ছড়াব, আমি না নিয়ে আসব। তবে পরিস্থিতি যা, তাতে মে মাস তো টানবে, জুনও টানতে পারে। পরীক্ষার জন্য কেন্দ্র থেকে যে কিটগুলি পাঠানো হয়েছিল সেগুলির মান ভাল ছিল না বলে কেন্দ্রই যেগুলি এখনই ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্থগিতাদেশ দিয়েছে। কারণ এগুলি 'র‍্যানডম' টেস্টের কিট। চিন থেকে পাঠানো হয়েছিল। পরীক্ষায় দেখা গেছে ভুলভাল দেখাচ্ছে। এদিকে পদ্ধতিগতভাবে পরীক্ষার ফলাফল পেতে গেলে দেরী হয়ে যায়। এই মুহূর্তে বাঁচার জন্যে সরকারি নির্দেশিকা হল ঘরবন্দী থাকা। আমি আমার সাধ্যমত বিভিন্ন ফাণ্ডে টাকা দিচ্ছি। কিন্তু একটা সময়তো আমাকেও থামতে হবে। এদিকে সংক্রমণতো এখনও বেড়েই চলেছে। আমাদের দেশ তো কৃষিপ্রধান। তাই ভারতবর্ষ বেঁচে যাচ্ছে। তবে ইতিমধ্যে চাষিরাও লোকসানের শিকার। মহাজনরা অর্ধেক দামে তাদের থেকে মাল কিনে নিচ্ছে। তাই পরিস্থিতি ক্রমশ ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে এগোচ্ছে। আমেরিকা, ইউরোপ তো ইতিমধ্যেই ভয়াবহ ক্ষতির শিকার।' এমনকি এই করোনা ভাইরাসকে কেন্দ্র করে আগামী দিনে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনার আশঙ্কাও করছেন তিনি।

ত্রাণ তহবিলে দান সিভিল ডিফেন্সের

নিজস্ব প্রতিনিধি :

করোনা মোকাবিলায় সরকারের পাশে দাঁড়াতে গত ১৬ এপ্রিল কাকদ্বীপ মহকুমার অসামরিক প্রতিরক্ষা স্বেচ্ছাসেবকরা তাদের একদিনের প্রাপ্য টাকা তুলে দিলেন মহকুমা শাসকের হাতে। এই টাকা মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে দান করা হবে।

হাওড়া জগৎবল্লভপুর লকডাউনে কাঠোর প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাওড়া জগত্বল্লভপুর থানার অন্তর্গত সমস্ত গ্রামেই এখন লকডাউন লাকড়ির করেছে পুলিশ । এমন কি ব্যাঙ্ক ও বন্ধ রয়েছে । কোনো কোনো বাজার সপ্তাহে তিন দিন খোলা থাকত নিয়ত মেনে তাও বন্ধ । বড়গাছিয়া,পাতিহাল,মুন্সিরহাট,মাজু ,খাঁদারঘাট,নস্করপুর,গোবিন্দপুর সহ আরও সমস্ত এলাকাতেই লকডাউনে করাকড়ি করেছে প্রশাসন । এবং লকডাউনে প্রয়োজনে লাঠি চার্জ করা হবে এমনি সাবধান করেছে প্রশাসন । করোনা আতঙ্কে এখন জগত্বল্লভপুরের মানুষকাঁপছে তা বলাই বাহুল্য । নিয়ম মেনে দোকান ও বাজার ঠিক করে খোলা হচ্ছিল না বলেই এই কড়া মনোভাব বলে এমনি বিভিন্ন এলাকার মানুষের মন্তব্য । তবে শুধুই কি এই ঠিক মত দোকান বাজারে মানুষের জমায়েত না মানা । না কি 'করোনা' মহামারি জগত্বল্লভপুরে ও থাবা বসিয়েছে সময় বলবে ।

পানীয় জলের অকাল

প্রথম পাতার পর

ইতিমধ্যে গত ৮ এপ্রিল পূর্ণিমার ভরা কোটালে বাসন্তী সংলগ্ন মাতলা নদীর বাঁধ ভেঙে নোনা জল গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়েনোনা জলে প্লাবিত হয় ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েতের গৌরদাস পাড়া, চোরাডাকাতিয়া সহ বেশ কয়েকটি গ্রাম। নদীর নোনাজলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে নষ্ট হয়ে যায় পুকুরের মাছ, মাঠের সবজী সহ ধান চাষ। এমন বেশকিছু বাড়িঘরও জলের স্রোতে বিলীন হয়ে যায়। অসহায় হয়ে পড়েন গ্রামের মানুষজন। গ্রামবাসীদের অভিযোগ গত কয়েক সপ্তাহ ধরে এলাকার বেশ কয়েকটি পানীয় জলের নলকূপ বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে। একদিকে খাদ্য সংকট আর অপরদিকে পানীয় জলের সংকট দেখা দেওয়ায় গ্রামবাসীরা পড়ে মহাসংকটে। মাতলা নদীবাঁধ ভেঙে গিয়ে প্লাবিত হয় চোরাডাকাতিয়া, গৌরদাসপাড় গ্রামের একাংশ, নোনা জল ঢুকে মিঠে জলের পুকুর গুলো স্নান, রান্না, ও গৃহস্থালির কাজের জন্য ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে। তার উপর পানীয় জলের নলকূপগুলো দীর্ঘদিন ধরে অকেজো হয়ে পড়েছে। গ্রামবাসীরা স্থানীয় পঞ্চায়েত সহ উপর মহলে জানিয়েও কোন প্রকার সূরাহা পাননি বলে অভিযোগ। অবস্থার বেগতিক বুঝে বুধবার সকালে বাসন্তী হাইওয়ে অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। রীতিমতো সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখেই গ্রামের শতাধিক মহিলা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন।তাদের দাবি অবিলম্বে ভাঙা পানীয় জলের নলকূপগুলি সারিয়ে ব্যবহার যোগ্য করে দিতে হবে।

অন্যদিকে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভের কথা জানতে পেরে ঘটনা স্থলে আসে বাসন্তী থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। কথা বলেন বিক্ষোভরত মহিলাদের সাথে। অবশেষে প্রশাসনের তরফ থেকে অবিলম্বে এমন সমস্যা সমাধানের আশ্বাস পেয়ে বিক্ষোভ অবরোধ তুলে নেন গ্রামের মহিলারা।

রেড জোন

প্রথম পাতার পর

১৬ এর ১২৩ (জেমস লঙ সরণি–সখের বাজার) নম্বর ওয়ার্ড।

পুর স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানানো হয়েছে, এই ওয়ার্ডগুলিতে বাড়তি নজরদারি চালানো হবে। আবার ২৫ এপ্রিল থেকে কলকাতার আরও কিছু এলাকা 'কোভিড–১৯ রেড জোন' হিসাবে চিহ্নিত করে লকডাউন আরও কঠোর করা হল। এই এলাকার মধ্যে রয়েছে উত্তর কলকাতার কাশীপুর, বেলগাছিয়া, আমহার্স্ট স্ট্রিট, গিরীশ পার্ক, হাতিবাগান, রিপন স্ট্রিট, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, আলিপুর, চেতলা, গড়িয়া ও বেহালার পর্ণশ্রী।

বাঁচল ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি :একাধিক বাড়িঘর ভেঙে তছনছ করে দিল কালবৈশাখী ঝড় ও শিলা বৃষ্টি। ক্যানিংয়ের নিকারীঘাটা গ্রামপঞ্চায়েতের ডাবু এলাকার মধ্যম ও পশ্চিম পাড়ায় একাধিক বাড়িঘর ভেঙে তছনছ হয়ে যায়।পাশাপাশি ঝড়ের দাপটে দেয়াল ভেঙে চাপা পড়ে নবম শ্রেণী এক স্কুল ছাত্রী অনুরাধা নস্কর। গ্রামবাসী দেখতে পেয়ে মুহূর্তে অনুরাধাকে উদ্ধার করায় বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে যায় নস্কর পরিবার। কালবৈশাখীর ঝড়ের দাপটে ডাবু মধ্যম পাড়ায় ঘর ভেঙেছে মৃৎশল্পী চাঁদ সরদার ও ষষ্ঠী হালদারের। অসহায় হয়ে পড়েছেন মৃৎশল্পী চাঁদ সরদার ও ষষ্ঠী হালদার। ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে পঞ্চাশটিরও বেশি মাটির তৈরি প্রতিমাও।

বজবজে হিউম্যান রাইটসের খাদ্য বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বজবজ থানার শ্যামপুর, চণ্ডীতলা গ্রামে অন্তঃশীল ও হিউম্যান রাইটসের যৌথ উদ্যোগে হিউম্যান রাইটসের অফিস থেকে ২২ এপ্রিল সকালে দুঃস্থদের মধ্যে ১০ রকমের খাদ্যবস্তু বিলি করা হল।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা হিউম্যান রাইটস আন্তর্জাতিক মানব অধিকার এবং অপরাধ নিয়ন্ত্রণ–এর জেলা সম্পাদিকা অপর্ণা দাস জানান চণ্ডীতলা গ্রামের ৩০ জন দুঃস্থ মানুষদের হাতে চাল, ডাল, আলু, বিস্কুট, মুড়ি, সাবান, ছাতু,

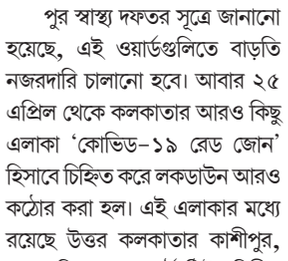

লবণ চিনি সহ দ্রব্য বিলি করা হয়। অপর্ণা দেবী বলেন রাজ্যে যখন লকডাউন চলছে তখন আমাদের কর্মীরা সিদ্ধান্ত নেন এই সময় মানুষ পাশে থেকে সমাজসেবা মূলক কাজ করতে হবে এবং আগামী দিনে আরও সাহায্য করবেন। সংগঠনের কর্মী রঞ্জু দাস বলেন মানবাধিকার কমিশন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের কাজ করেন। করোনার সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য সাধারণের মধ্যে মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার দেওয়া হয়। সংগঠনের কর্মীদের ও এলাকার মানুষকে সচেতনতা করা হয় বলে সংগঠনের পড়ে জানান হয়।

গণবন্টনে অনিয়ম, অগত্যা পথেই মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি : খাবারের অনিয়ম। খাবারের কারনে হন্যে হয়ে ঘুরছেন সাধারন মানুষ। শিলিগুড়ির বিভিন্ন এলাকার অবস্থা একই। রেশনেও ঠিকমত পাচ্ছেন না খাদ্যদ্রব্য। এই নিয়ে অভিযোগ অনেকেরই। ফলে বাধ্য হয়ে দোকানে, দরজায় ঘুরছেন অনেকেই। বিভিন্ন জায়গা থেকে খাবার দেওয়া হচ্ছে তবে কেন বাড়িতে বাড়িতে যাচ্ছেন জিজ্ঞাসা করায় জানালেন বাড়িতে ৫/৬ জনের সংসার যা জিনিস পাই এক থেকে দেড় দিনেই চলে যায়। অগত্যা আমাদের রাস্তায় বেরিয়ে যেতে হচ্ছে। শিলিগুড়ির আশ্রমপাড়া হাকিমপাড়া, কলেজপাড়াতে দেখা যাচ্ছে মানুষ সকাল হলেই বাইরে বের হয়ে যাচ্ছেন। বলা হচ্ছে তবুও মানছেন না কেউই। চরম অবস্থার মধ্যে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন অনেকে তাই এই অবস্থা। জানালেন শিলিগুড়ির ১৪ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার শ্রাবনী দত্ত। আমি নিজেই যতটা পারা যায় চেষ্টা করছি সাহায্য করবার। অনেকেই আসছেন অন্যান্য ওয়ার্ড থেকে। কতজনকে না করবো। গোটা শিলিগুড়িতে একই অবস্থা কাজেই এটা কোনো অপরাধ নয়। আমি তাই কিছু মনে করছি না। শিলিগুড়ির সব জায়গাতেই চলছে এই চাওয়া পাওয়ার ব্যাপার।

শিলিগুড়িতে করোনা যোদ্ধা সাফাইকর্মীদের অভিবাদন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোটা দেশ এখন করোনা সংক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ লড়ছে, সেই যুদ্ধের অন্যতম সৈনিক আমাদের সাফাইকর্মী বন্ধুরা। আজ শিলিগুড়িতে সেই করোনা যোদ্ধাদের অভিবাদন জানালেন বিজেপি শিলিগুড়ি জেলা যুব মোর্চার সহ সভাপতি ও সমাজসেবী শ্রী অনিকেত দাস, জেলা সম্পাদক শ্রী অনিত দাস, যোগেশ পারিখ সহ অনান্য সমাজসেবীবৃন্দ। আজ সকালে শিলিগুড়ির ২৬ নং ওয়ার্ডের বাবুপাড়ায় SMC র সাফাই কর্মীদের উত্তরীয় দিয়ে এবং ওনাদের হাতে কিছু খাদ্য সামগ্রী তুলে দিয়ে ওনাদের অভিবাদন এবং ধন্যবাদ জানান সকলে। এই বিষয় যুব মোর্চার সহ সভাপতি এবং ২৬ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা শ্রী অনিকেত দাস জানান, এই সাফাইকর্মীরা আসল করোনা যোদ্ধা যারা আমাদের পরিবেশ কে স্বচ্ছ রাখেন। ওনারা প্রতিদিন আমাদের শহর কে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে এই কঠিন সময়েও কাজ করে যাচ্ছেন। তাই আমাদের পক্ষ থেকে ওনাদের সম্মান ও প্রণাম জানাতে আজ আমরা এই চেষ্টা করলাম।

লকআউট থেকে লকডাউন

করোনা Custody

পার্থসারথি গুহ : লকআউট আর লোডশেডিংয়ের কথা শোনেন নি এমন মানুষ আশি—নব্বইয়ের দশকে বিরল। বস্তুত ওই জমানাটাই ছিল যেন বিকলাঙ্গ থাকার দিন। না, শারীরিকভাবে নয়, তবে মানসিকভাবে তো বটেই। বিধান চন্দ্র রায়ের সোনার বাংলা, কলকারখানায় ভরপুর পশ্চিমবাংলা তখন শুনশান বন্ধ্যা নগরীতে পরিণত হয়েছে। অবশ্যই নেপথ্যে তিন যুগ ধরে চলতে থাকা সেই কুশাসন।

লকডাউন পর্বের অবগুন্ঠিত কথা তুলে ধরার ফাঁকে মনে পড়ে গেল সেই কালকুঠুরি যাপনের কথা। তবে হ্যাঁ, ওই লোডশেডিংয়ের ঘুটঘুটে শহরেও তখন একটা অদ্ভুত ভাললাগা ছিল। বড় মায়াবী ছিল তমসাচ্ছন্ন সেই রাত্রিগুলো। প্রচণ্ড গরমে ছাদে বা মাঠেঘাটে ভিড় করতেন মানুষ। হাওয়া থাকলেও মশার আক্রমণ ছিল সমানতালেই। তাও রক্ষে তখন এত ডেঙ্গুর গল্প

ছিল না। কে কটা মশা মারলেন তা নিয়ে টেনিদা সুলভ ইয়ার্কি ঠাট্টা হত। মশা অত রক্ত খেলেও মারণ রোগের ভয়টা তখন ছিল না।

এখন করোনার কারাবাস থাকাকালীনও ছাদের নিরালা আছে বটে, কিন্তু সেখানে ডেঙ্গু নামক আরেক উৎপাতের কথাও মাঝেমধ্যেই শঙ্কা ধরাচ্ছে মনে। যদিও ডেঙ্গুভয়ের চেয়েও করোনা ক্লিষ্ট হতে হতে ক্রমেই মানসিকভাবে পিষ্ট হচ্ছে মনুষ্য সমাজ। করোনা কাস্টডি যেন অনন্তকাল ধরে চলতেই থাকবে। আখের মতো পিষে চলবে আমাদের যাবতীয় আশা আকাঙখা। এর মধ্যেও আশার সঞ্চার ঘটছে মাঝেমধ্যেই। আদতে উলুখাগড়া জনগণ তো আশায় মরে চাষার মতোই জীবন নির্বাহ করে। তাও ওই মরুদ্যানে মরিচীকার মতো আমরা উতলা হচ্ছি ওই বুঝি করোনা কাঁটা উপড়ে ফেলতে পারব আমরা। আসলে দুনিয়া জুড়ে গবেষকদের নানা উদ্ভাবন— উন্মেষণের কাহিনি তো প্রতিনিয়ত চোখের সামনে উপস্থাপিত হয়েই চলেছে। জ্ঞানত বা অজান্তে তা আমাদের মানসপটে জায়গা করে নিচ্ছে। এর মধ্যে সবটাই যে ঠিকঠাক খবর তা নয়। ফেক নিউজের ফস্টামি হয়েই চলেছে। তাও সবেধন নীলমণির মতো কিছু তো আঁকড়ে থাকতে হবে। তাই করোনাত্তর জীবনের স্বপ্ন দেখছি আমরা। সেই স্বপ্নেই করোনামুক্ত জীবনের কোলাজ রচিত হচ্ছে শৈল্পিক কল্পনায়। করোনা ভাইরাস তো কোনও পুঁজিপতি শ্রেণি বা বিপ্লবের লক্ষ্যবস্তু নয়। প্রবল প্রকোপ সত্ত্বেও মোটেই স্লোগান তোলা যাবে না, করোনা হটাও, দেশ বাঁচাও। কিংবা সাম্রাজ্যবাদী করোনা তৃতীয় বিশ্ব থেকে হাত ওঠাও। তবে হ্যাঁ, যাবতীয় মতাদর্শের উর্দ্ধে উঠে এটা তো বলাই চলে, করোনা মুক্ত হোক এই সুন্দর ধরাধাম। করোনা উত্তর দুনিয়া হয়ে উঠুক পরিবেশবান্ধব, উষ্ণায়নমুক্ত। প্রথম বিশ্ব বা তৃতীয় বিশ্বের ফারাক যতটা সম্ভব ঘুঁচে যাক। আমাদের প্রিয় ভারতবর্ষ আবারও জগতসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করুক। সবথেকে বড় কথা, এই লকডাউন কাস্টডি যেন মজ্জাগত করে তোলে সহমর্মিতাকে। উদার চিন্তাভাবনার নীল আকাশে সমাদৃত হয় সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।

রেশন কার্ডের কুপন ভুল থাকায় বিক্ষোভ জয়নগরে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়: লকডাউনের দ্বিতীয় পর্যায় চলছে। সরকার থেকে এই সময়ে বিনামূল্যে রেশন সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে। তবে এ সময়ে বহু মানুষের হাতে আসেনি নতুন রেশন কার্ড। আর সেই কারণে সরকার থেকে যে সব পরিবারের রেশন কার্ড আসেনি তাদেরকে কুপনের মাধ্যমে রেশন বিলি করতে বলা হয়েছে। আর কুপন না পেয়ে বেশ কিছু মানুষ বুধবার বিক্ষোভ দেখাল বিডিও অফিসে। ঘটনা টি ঘটেছে জয়নগর ২ নম্বর ব্লকের বিডিও অফিসে। এই ২ নম্বর ব্লকের অধীন ১০ টি গ্রাম পঞ্চায়েত আছে। যাদের বেশির ভাগ মানুষেরই এখনো নতুন বা সংশোধন রেশন কার্ড আসে নি। তাদের কুপনের মাধ্যমে রেশন বিলির ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু বেশির ভাগ কুপনে ডিলারের নাম ভুল থাকায় নতুন করে সংশোধন করে কুপন বিলি করা হয় এদিন। আর সেই কুপন ও কিছু মানুষ না পেয়ে এদিন বিক্ষোভ দেখায় বিডিও অফিসে। ঘটনার খবর পেয়ে বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস ঘটনা স্থলে গিয়ে কথা বলে পরিস্থিতি

নিয়ন্ত্রণ করেন। এ ব্যাপারে বিধায়ক বলেন, এখনও যারা রেশন কার্ড হাতে পাই নি তাদেরকে আমরা বললাম লক ডাউন উঠে গেলে তাদের প্রত্যেকেই রেশন কার্ড হাতে পেয়ে যাবেন। বিডিও–র সাথে কথা বলে তাদেরকে বিশেষ কুপনের মাধ্যমে রেশন সামগ্রী বিলি করার ব্যবস্থা করা হবে। তবে এ ব্যাপারে জয়নগর ২ নং বিডিও সুমন্ত দেবনাথ ফোন রিসিভ করেন নি বলে তাঁর কোন মতামত পাওয়া গেল না।

হারিয়ে যাওয়া খেলা, লকডাউনে আবার ফিরে আসল

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেশজোড়া লকডাউনে চরম সমস্যায় দরিদ্র মানুষ, দীর্ঘদিন রোজগার মন্দ। খাবার জোগাড় করতেই হিমশিম খাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। তার মধ্যে গৃহবন্দী রয়েছেন পরিবারের ছোট ছেলেমেয়েরা। স্কুল, কলেজ ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। তাই সমাজ ব্যবস্থার ক্রমবিকাশের অনেক খেলা। গ্রামের বয়স্করাও এখন ভুলে গিয়েছেন বহু খেলার নাম। একসময় গ্রামের শিশু, কিশোর ও যুবকেরা লেখাপড়ার পাশাপাশি কিতকিত, লুকোচুরি, কানামাছি, গাদির মতো অনেক খেলায় অংশ নিত। আধুনিক সভ্যতায় হারিয়ে গেছে সেই সব প্রাচীন খেলা। স্মৃতি থেকেই ফিকে হয়ে যাওয়া গ্রামীণ খেলাগুলি আবার করোনার লক ডাউনে এখনকার শিশু–কিশোরদের কাছে উঠে আসল। গ্রামের ঐতিহ্যবাহী এসব খেলা সম্পর্কে বর্তমান সমাজে শিশুদের কোনও ধ্যানধারণা নেই। তারা খেলাধূলা করার সময় পাচ্ছে না। সব সময় একটা মানসিক চাপ বইয়ের বোঝা ইত্যাদিতে ক্লান্ত। তাই লেখাপড়ার পাশাপাশি মানসিক ও শারীরিক বিকাশের জন্য কিছু খেলাধূলা প্রয়োজন। যেখানে তারা মন খুলে খেলতে পারবে। তাই করোনা সংক্রমণের লকডাউনে হুগলির ১ নম্বর কৃষ্ণপুর (রবীন্দ্রনগর বাজার) অঞ্চলের ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েরা সেই পুরনো দিনেরখেলায় মেতে উঠল। এদের মধ্যে ছিলূ তিয়াসা মণ্ডল, অনুষ্কা

মণ্ডল, সঞ্জনা সিং, সোনালী দাস, অভি কুণ্ডু প্রমুখরা। এক সময়ে পাড়া গাঁয়ে কিতকিত, লাফদড়ি, কানামাছি, লুকোচুরি, গাদি প্রভৃতি খেলার প্রচলন ছিল। এখন গ্রাম বাংলা থেকে আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে এসব খেলাধূলা। গ্রামগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী এসব খেলা এখন আর তেমন কোথাও চোখে পড়ে না বললেই চলে। নতুন প্রজন্মের কাছে এগুলো এখন শুধুই গল্প।

আইন সংশোধনে অধ্যাদেশ জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি :মহামারীর সময় স্বাস্থ্য কর্মী, যাঁরা এই মহামারী মোকাবিলায় সম্মুখভাগে কাজ করছেন, তাঁদেরকে নিশানা করা ও অভদ্র আচরণের একাধিক খবর ঘটেছে। চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত ব্যক্ত, যাঁরা মানুষের জীবন রক্ষায় দিবারাত্রি নিরন্তর কাজ করে চলেছেন, তাঁরাই দুর্ভাগ্যজনকভাবে সবচেয়ে বেশি আক্রামণের শিকার হচ্ছেন। এরকম পরিস্থিতিতে চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের মানসিকতায় যেমন প্রভাব পড়ছে, তেমনই তাঁদের স্বাভাবিক কাজকর্মও বিঘ্নিত হচ্ছে। জাতীয় স্বাস্থ্য সঙ্কটের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এদের সকলের পরিষেবা অত্যন্ত জরুরি। সুষ্ঠু পরিবেশে এবং স্বচ্ছ মানসিকতা নিয়ে যাতে চিকিৎসা কর্মীরা তাঁদের কর্তব্য পালন করতে পারেন, তার জন্য একাধিক রাজ্য বিশেষ আইন কার্যকর করেছে। তবে, রাজ্যের বর্তমান আইনগুলিতে প্রয়োজনীয় যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের সংস্থান নেই। এ ধরনের আইনগুলিতে বাড়িতে ও কর্ম ক্ষেত্রে হয়রানির বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। পরিবর্তে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, শারীরিক নিগ্রহের ওপর। এই প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার আজকের বৈঠকে স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্মী ও তাঁদের সম্পত্তি সুরক্ষায় ১৮৯৭ সালের মহামারী রোগব্যাধি আইন সংশোধন করে অধ্যাদেশ জারির একটি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। ইতিমধ্যেই রাষ্ট্রপতিও এই অধ্যাদেশে তাঁর সম্মতি দিয়েছেন। সদ্য জারি এই অধ্যাদেশে হিংসার যে কোনও ঘটনাকে সম্পূর্ণ সচেতন কুকর্মের পরিচয় হিসাবে এবং নন—বেলেবল অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। একই সঙ্গে, স্বাস্থ্য কর্মীদের আঘাত করার ক্ষেত্রে ক্ষতি পূরণের পাশাপাশি, তাঁদের সম্পত্তি নষ্টের ক্ষেত্রেও জরিমানার সংস্থান রয়েছে। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের ওপর যে কোনও ধরনের নিগ্রহের ব্যাপারে আপোষহীন মনোভাব দেখাতেই এই অধ্যাদেশ জারির সিদ্ধান্ত।

চিকিৎসা কর্মীদের থাকার জন্য নিজের বাড়ি ছেড়ে দিলেন করোনা যোদ্ধা

কেন্দ্রীয় সরকার কোভিড—১৯ সংক্রান্ত আপতকালে দেশের সব নাগরিককে একে অপরকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। সমাজের প্রান্তিক মানুষদের সাহায্য করার জন্য তাদের ভাঁড়ারে থাকা খাদ্য, বস্ত্র, এই সমস্ত দরিদ্র মানুষগুলির পাশে দাঁড়াতে। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রশমন, রোধ ও নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে তাদের কাজ হয়ে উঠছে উদাহরণ স্বরূপ।

এরকমই একজন হলেন সুন্দরবন অঞ্চলের কুলতুলি মিলন তীর্থ সোসাইটির

অর্থ নিয়ে এগিয়ে এসেছেন হাজারে হাজারে মানুষ। আমাদের দেশের প্রায় সব জেলাতেই রয়েছে এই করোনা যোদ্ধারা যারা সর্বোত ভাবে চেষ্টা করছে কর্ণধার লোকমান মোল্লা এবং তার সোসাইটির সদস্যরা। লোকমান মোল্লা ইতিমধ্যেই তাঁর সোসাইটির বাড়ি ছেড়ে দিয়েছেন ২২ জন চিকিৎসা কর্মীদের থাকার জন্য। শুধু তাই নয় এদের খাবারও তিনি রোজ বিনামূল্যে সরবরাহ করছেন। তাঁর বক্তব্য 'আমি একজন সমাজ যোদ্ধা, যা করছি সবই প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছা পূরণের লক্ষ্যে করছি'।

এখন পর্যন্ত মিলন তীর্থ সোসাইটি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল ও বাসন্তী গ্রামীণ হাসপাতালের চিকিৎসক, চিকিৎসা কর্মী এবং অ্যাম্বুলেন্স চালকদের জন্য ৭০ টিরও বেশি ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী দিয়েছেন। এছাড়াও চিকিৎসা কর্মী, পুলিশ কর্মচারী এবং সাধারণ মানুষ মিলিয়ে প্রায় ১২ হাজার লোককে মাস্ক দেওয়া হয়েছে। এছাড়া পর্যাপ্ত পরিমানে স্যানিটাইজারও দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও এখন পর্যন্ত চাল, ডাল, তেল, নুন, আলু চিনি ইত্যাদি সহ বারোশ কিট দরিদ্র মানুষদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। এর ফলে পরিযায়ী শ্রমিক, বাস কর্মচারী, দারিদ্র সীমার নীচে থাকা প্রান্তিক মানুষরা উপকৃত হয়েছেন।

মিড ডে মিলে তুলে দেওয়া কাজ চলছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : লকডাউন চলছে। স্কুল বন্ধ। তাই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে স্কুল গুলিতে মিড ডে মিলের পরিবর্তে চাল ও আলু তুলে

দেওয়া হচ্ছে। প্রথম দফায় ২৩ মার্চ এই চাল ও আলু তুলে দেওয়া হয় অভিভাবকদের হাতে। আর এবার দ্বিতীয় দফায় সোমবার ২০ এপ্রিল থেকে রাজ্যের সমস্ত প্রাথমিক, অঙ্গনওয়াড়ি এবং হাইস্কুলের পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত মিড ডে মিলের চাল ও আলু দেওয়ার কাজ শুরু হল। রবিবার জয়নগর থানার বহড়ু গালর্স হাইস্কুলে এই চাল ও আলু প্যাকেজিং এর কাজ পরিদর্শন করেন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, বহড়ু ক্ষেএ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান স্নেহাশিস নাইয়া, স্কুল পরিচালন কমিটির সম্পাদক কৌশিক দাস। এ ব্যাপারে বিধায়ক বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর মানবিক মুখ সবাই দেখছেন। এই লকডাউনে যাতে স্কুলের বাচ্চারা খেতে পায় তার জন্য এই চাল ও আলু দিচ্ছেন। এই স্কুল পরিচালন কমিটি সূত্রে জানা গেল, ৯৭৮ জন পড়ুয়াকে দুবারের চাল ও আলু একত্রে (৫ কেজি চাল ও ৫ কেজি আলু) তুলে দেওয়া হচ্ছে। এখানে সোমবার ও মঙ্গলবার এই দুই দিন স্কুল থেকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে মুখে মাস্ক লাগিয়ে শুধু মাত্র অভিভাবকরা এ গুলি সংগ্রহ করছেন।

রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর : বারুইপুর পুলিশ জেলার জয়নগর থানার আই সি অতনু সাঁতরার উদ্যোগে থানা এলাকার প্রতিটা অঞ্চলে ছোট ছোট রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হচ্ছে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে। রবিবার বহড়ু গালর্স হাইস্কুলে এরকমই একটি রক্তদান শিবিরে ৫০ জন রক্ত দিলেন। রক্তদাতাদের উৎসাহ দিতে এদিন এই শিবিরে পুরো সময়টা কাটালেন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, জয়নগর থানার আই সি অতনু সাঁতরা, বহড়ু ক্ষেএ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান স্নেহাশিস নাইয়া, উপপ্রধান লাল্টু লস্কর, প্রাক্তন প্রধান মতিবুর রহমান লস্কর সহ আরও অনেকে।

অসহায় মানুষের পাশে সিএবির প্রেসিডেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : লকডাউন চলছে। আর এই সময় দিন আনা দিন খাওয়া মানুষদের সব থেকে করুন অবস্থা। আর তাই এইসব সুন্দরবনের অসহায় ১০০ পরিবারের পাশে এসে দাঁড়ালেন সিএবির প্রেসিডেন্ট অভিষেক ডালমিয়া। সুন্দরবন ফাউন্ডেশন সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে সুন্দরবনের বালি অঞ্চলের ১০০ টি পরিবারের হাতে ত্রাণ তুলে দিলেন সি এ বি প্রেসিডেন্ট। জলে কুমির, জঙ্গলে বাঘ। সুন্দর বনের বালি দ্বীপের মানুষদের জীবন সংগ্রামের রোজনামচা শুধু লড়াই। মধু সংগ্রহ, মাছধরা, কাঠকাটা মূলত এই অঞ্চলের মানুষের পেশা। বেশিরভাগ পরিবারেরই দিন আনা, দিন খাই অবস্থা। এরই মধ্যে করোনা আতঙ্কে লক ডাউন চলছে। আর তার জেরে এইসব

প্রান্তিক মানুষদের সমস্যা আরও বেড়েছে। দু বেলা খাবার জোগাড় করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে এদের। সুন্দরবনের ১০০ টি পরিবারের হাতে চাল, ডাল, সোয্যাবিন সহ নিত্য প্রয়োজনীয় জরুরী সামগ্রী পৌঁছে দিলেন অভিষেক ডালমিয়া। সুন্দরবন ফাউন্ডেশন সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই সাহায্য করলেন অভিষেক। সুন্দরবনের বালি অঞ্চলের ১০০ টি পরিবারের হাতে ত্রাণ তুলে দেওয়া হল। এ ব্যাপারে সিএবি প্রেসিডেন্ট অভিষেক জানান, সুন্দরবন ফাউন্ডেশনের তরফে এই সব মানুষ দের খবর জানতে পেরেই দ্রুত সাহায্যের সিদ্ধান্ত নিন। কঠিন পরিস্থিতিতে সব মানুষের পাশে সবাই কে দাঁড়াতে হবে। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই এর প্রযোজন। প্রয়োজনে আরও সাহায্য করবো। সুন্দরবন ফাউন্ডেশনের কর্ণধার প্রসেনজিৎ মণ্ডল বলেন, লকডাউনে ইতিমধ্যে আমরা ৪০০ টি দরিদ্র বাঘ শিকার বিধবা মহিলা পরিবারের হাতে ত্রাণ তুলে দিয়েছি। আগামী দিনে আরও দেওয়া হবে।

ক্রীড়া সাংবাদিক প্রয়াত

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশিষ্ট ক্রীড়া সাংবাদিক সমীর গোস্বামী (৬৫) হঠাৎ প্রয়াত হলেন শনিবার বিকেলে চুঁচুড়ার বাড়িতে। বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন। কয়েকজন অভিজ্ঞ ডাক্তার চিকিৎসা

করছিলেন। ওইদিন আচমকাই সেরিব্রাল অ্যাটাক করে। তার ডাকনাম ছিল খোকন। যদিও আগে ভদ্রেশ্বর পূর্বাচল পল্লিতে আদি বাড়িতে বসবাস করতেন। তারা চারভাই ছিলেন। এখন রয়েছেন দুইভাই। কলকাতা গড়ের মাঠে চিল সমীরদার অবাধ বিচরণ। বর্তমান পত্রিকার শুরু থেকেই বরুণ সেনগুপ্তের স্নেহের পাত্র ছিলেন। আগে সত্যযুগ পত্রিকায় কাজ করেন। এই প্রতিবেদকের সাংবাদিকতা লাইনে প্রথম শিক্ষাগুরু। বর্তমানে চুঁচুড়ার প্রতাপপুরে স্ত্রী করবী বসু গোস্বামী ও পরিবারের লোকেরা থাকেন। ৯০–এর দশকে সমীরদার উদ্যোগে ভদ্রেশ্বর ফুটবল আকাদেমির ক্যাম্প চালু হয়। এখন সেই ক্যাম্পের বহু ছেলে ময়দানে প্রতিষ্ঠিত। আলিপুর বার্তার তরফে শ্রদ্ধার সঙ্গে তার আত্মার শান্তি কামনা করি। তার খেলাধূলার উপর অজস্র লেখা বই প্রকাশিত হয়েছে। এই লক ডাউনের মধ্যেও কলকাতার নামী সাংবাদিকরা ফোনে, আবার কেউ ছুটে গিয়েছেন।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com